CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-185 ■ 5 April, 2026 ■ আগরতলা ৫ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ২১ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

কেরলমে নির্বাচনী প্রচারে

বামপন্থী আদর্শ দুর্বল হয়ে পড়েছে ঃ রাহুল

আলাপ্পুঝা (কেরল), ৪ এপ্রিল (আইএএনএস)।। কেরলে ভোট প্রচারের শেষ পর্যায়ে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার তিনি অভিযোগ করেন, সিপিএম নেতৃত্বাধীন বাম শিবির তাদের আদর্শগত ভিত্তি হারিয়েছে এবং বামফ্রন্ট ও বিজেপির মধ্যে এক ধরনের গোপন সমঝোতা রয়েছে।

প্রচারে প্রাক্তন বাম নেতা জি. সুধাকরণ-এর সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করে নিয়ে রাহুল বলেন, তাঁর উপস্থিতি বাম রাজনীতির ভিতরে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। "আজ সত্যি বলতে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে আর কিছুই বাকি নেই," মন্তব্য করেন তিনি।

চারবারের বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী সুধাকরণ আম্বালাপুঝা কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এলডিএফ - ইউডিএফ 'একই' নিশানা মোদির

তিরুভাল্লা (কেরালা), ৪ এপ্রিল ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার কেরালার দুই প্রধান রাজনৈতিক জোট এলডিএফ এবং ইউডিএফ-কে কার্যত "একই" বলে আক্রমণ শানালেন। তিনি অভিযোগ করেন, এই দুই জোটের মধ্যে একটি "নীরব সমঝোতা" রয়েছে, যদিও প্রকাশ্যে তারা একে অপরকে বিজেপির "বি টিম" বলে আখ্যা দেয়।

তিরুভাল্লায় এনডিএ-র এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই পারস্পরিক অভিযোগ থেকেই স্পষ্ট যে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিসরে বিজেপিই এখন "একমাত্র এ টিম" হিসেবে উঠে এসেছে।

তিনি দাবি করেন, কেরালার ভেতরে এলডিএফ ও ইউডিএফ নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তুলে ধরলেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিরাপত্তা যোগাযোগ গোয়েন্দা সহযোগিতায় জোর

ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক নতুন পথে

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (আইএএনএস)।। ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন করে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে চলেছে, যেখানে নিরাপত্তা, সন্ত্রাস দমন, যোগাযোগ ও গোয়েন্দা সহযোগিতার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর তারিক রহমান-এর নেতৃত্বে নতুন সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নতুন করে গড়ে উঠছে বলে মনে করা হচ্ছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, দীর্ঘদিনের ব্যাক-চ্যানেল আলোচনার ফলেই এই 'রিসেট' সম্ভব হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান-এর ভারত সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁর এই সফরে তিনি ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল-এর সঙ্গে বৈঠক করবেন।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী স্তরের বৈঠকের পথ প্রশস্ত করবে। অন্যদিকে, ডোভালের সঙ্গে বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসবাদ দমনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘ সীমান্ত থাকায় সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা জোরদার করা অন্যতম অগ্রাধিকার। দুই দেশই সীমান্তকে অবৈধ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্য হাতির তাণ্ডবে বৃদ্ধার মৃত্যু, উত্তাল মুঙ্গিয়াকামী, ভাঙচুর, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন রামকৃষ্ণপুর এ.ডি.সি ভিলেজের জুমবাড়ি এলাকায় গতকাল গভীর রাতে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা। রাত আনুমানিক ২টা নাগাদ বন্য দাঁতাল হাতির আক্রমণে নিজ বাড়িতেই মৃত্যু হয় মনিমালা দেববর্মা (৭০) নামে এক বৃদ্ধার। ওই ঘটনার পর মুহূর্তের মধ্যেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে গোটা এলাকা। প্রতিবাদে শনিবার সকালে মৃতদেহ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের সদস্যরা মুঙ্গিয়াকামী বাজার এলাকায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা এই অবরোধে সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে যান চলাচল।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মহকুমা বন আধিকারিক ধীরেন কলই। তবে তাঁর পরিচয় জানাজানি হতেই উত্তেজিত জনতা ক্ষোভ উগরে দিয়ে তাঁর উপর চড়াও হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে স্থানীয় তিপ্রামথা দলের নেতৃত্বরা তাঁকে উদ্ধার করে নিরাপত্তার স্বার্থে নিজেদের কার্যালয়ে নিয়ে যান।

এদিকে ক্ষুব্ধ কিছু উশৃঙ্খল যুবকের বিরুদ্ধে স্থানীয় ফরেস্ট বিট অফিসে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি আরও অবনতি ঘটে যখন সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৃত মহিলার বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের রামকৃষ্ণপুর এডিসি ভিলেজের ঝুমবাড়ি এলাকার বন্য হাতির আক্রমণে গতকাল রাতে মনিমালা দেববর্মার (৬৯) মৃত্যু হয়।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ মর্মান্তিক এই ঘটনায় নিহত মহিলার বাড়ি পরিদর্শন করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারকেলকুঞ্জের জলাশয় থেকে উদ্ধার ছাত্রের দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ।। নারকেলকুঞ্জের জলাশয়ে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল এনআইটি ছাত্র। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর এইচডিআরএফ তৎপরতায় ছাত্রের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা অভিনব সিং (২০) সহ চার বন্ধু গতকাল নারকেলকুঞ্জে ঘুরতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনায় আহত ৬ পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ।। কর্তব্যরত অবস্থায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন ৬ জন পুলিশ কর্মী। ঘটনাটি ঘটে চড়িলামের পরিমল চৌমুহনী এলাকায়, যা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, দুর্ঘটনার পর আহত পুলিশ কর্মীদের দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে বিশ্রামগঞ্জ মহকুমা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের তৎপরতায় রক্ষা পেল ২২ যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ।। উত্তর ত্রিপুরার জলাবস্তি এলাকায় এক পথ দুর্ঘটনায় ২২ জন যাত্রীবাহী একটি গাড়ি প্রায় ৫০ ফুট নিচে খাদে পড়ে যায়। বিএসএফের তৎপরতায় সকল যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন দিনের বিশেষ সংসদ অধিবেশন ঘোষণা

নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে ঐক্যমত্যের আহ্বান মোদির

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল(আইএএনএস)।। নারী ক্ষমতায়নকে সামনে রেখে নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে সর্বসম্মত সমর্থনের আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার তিরুভাল্লায় এনডিএ-র জনসভা থেকে তিনি জানান, সংসদে ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করা হবে এবং ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তার প্রতিফলন দেখা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, আগামী ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল সংসদে এই বিল নিয়ে আলোচনা হবে। তিনি বিরোধী দলগুলিকে গঠনমূলকভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান এবং সর্বসম্মত সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

ডিলিমিটেশন নিয়ে উদ্বেগ উড়িয়ে দিয়ে মোদী স্পষ্ট করেন, কেরল বা তামিলনাড়ুর একটি লোকসভা আসনও কমবে না। তিনি দাবি করেন, ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরির জন্য কিছু মহল থেকে গুজব ছড়ানো হচ্ছে।

দিনের শুরুতে কোচি পৌঁছে চাঙ্গানাশেরি হয়ে তিরুভাল্লায় আসেন প্রধানমন্ত্রী। পথে বিপুল জনসমাগমের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "এটি আনুষ্ঠানিক রোডশো না হলেও জনতার উপস্থিতি রোডশোর থেকেও বেশি ছিল।"

নারী কল্যাণকে সরকারের অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরে তিনি আবাসন, পানীয় জল সরবরাহ এবং কিশোরীদের জন্য বিনামূল্যে ক্যানসার ভ্যাকসিনের মতো উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, কেরলে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার এলে এই প্রকল্পগুলি আরও দ্রুত বাস্তবায়িত হবে।

শাসনব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা করে তিনি বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ) এবং ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)-কে আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, দুই জোট পালা করে ক্ষমতায় এলেও রাজ্যে প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি।

পরিকাঠামোর ঘাটতির কথা উল্লেখ করে তিনি খারাপ রাস্তা, সেতুর অভাব এবং কোট্টায়ম মেডিক্যাল কলেজের সমস্যার প্রসঙ্গ তোলেন।

মোদী দাবি করেন, তাঁর সরকারের আমলে কেরল কেন্দ্র থেকে আগের তুলনায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিরানিয়ায় বামফ্রন্টের সভায় হামলা, ভাঙচুর, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ।। জিরানিয়া বিধানসভা আসনের অন্তর্গত ললিতবাজার এলাকায় বামফ্রন্টের নির্ধারিত সভার আগে দুর্বৃত্তদের হামলার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।এদিকে, বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী রাধাচরণ দেববর্মার অভিযোগ, তিপরা মথার প্রার্থী জগদীশ দেববর্মার অনুগামীরাই এই হামলা চালিয়েছে।

অভিযোগ, প্রায় শতাধিক উগ্র যুবক আচমকাই সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভাঙচুর চালায়। সিপিআই(এম)-এর সভার জন্য প্রস্তুত করা মঞ্চ, প্রচারসজ্জা, চেয়ার-টেবিলসহ বিভিন্ন সামগ্রী তছনছ করে দেয় তারা। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এই হামলায় অন্তত দুইজন আহত হন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান বামফ্রন্টের কর্মী-সমর্থকরা। ওই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিস্থিতি কিছুটা থমথমে হয়ে রয়েছে। এই ঘটনায় তিপরা মথার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে বামফ্রন্ট। এ প্রসঙ্গে জিরানিয়া কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী রাধাচরণ দেববর্মা অভিযোগ করে বলেন, তিপরা মথার প্রার্থী জগদীশ দেববর্মার অনুগামীরাই এই হামলা চালিয়েছে। তিনি এই ঘটনাকে গণতন্ত্রের উপর আঘাত বলে আখ্যা দেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী এখনও প্রকৃত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হননি ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ।। এডিসি নির্বাচন শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক লড়াই নয়, এটি জাতির অস্তিত্ব ও অধিকার রক্ষার লড়াই। আসন্ন নির্বাচনে জাতির জয় নিশ্চিত করতে হবে। আজ দাশদা-কাঞ্চনপুর এলাকায় নির্বাচনী জনসভায় এমনটাই দাবি করলেন মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

প্রদ্যোতের অভিযোগ, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এখনও মৌলিক পরিষেবার ঘাটতি রয়েছে। অনেক জায়গায় মানুষ আজও পানীয় জলের মতো প্রয়োজনীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে হলে আনারস প্রতীকে মথাকে ভোট দিতে হবে, বলেন তিনি।

সভায় তিনি আরও বলেন, যদি তিপরা মথা ক্ষমতায় না আসে, তাহলে জনজাতিদের ন্যায়বিচার পাওয়া কঠিন হবে। দাশদা-কাঞ্চনপুর এলাকায় একাধিক খুনের ঘটনার উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, অভিযুক্তরা এখনও গ্রেপ্তার হয়নি কারণ তারা রাজনৈতিক সুরক্ষা পাচ্ছে। প্রতিনিয়ত জনজাতিদের অসম্মান করা হচ্ছে এবং তাদের বাংলাদেশি বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি চালাচ্ছেন ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ।। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি চালাচ্ছেন এবং তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

বিপ্লব দেব বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাপের ফল ভোগ করছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ। গোটা পশ্চিমবঙ্গে আজ আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এই পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। তিনি আরও দাবি করেন, রাজ্যের মানুষ বর্তমানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায় এবং সেই কারণেই পরিবর্তনের পক্ষে জনমত তৈরি হচ্ছে।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনের কাজেও হস্তক্ষেপ করছেন। তিনি মনে করেন সব কিছু তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং নির্বাচন কমিশন তার নির্দেশেই চলবে এদিন তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-এর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি দেশের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যসচেতকের বিরুদ্ধে সাইবার প্রতারণার অভিযোগে শনাক্ত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ এপ্রিল ।। তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়-কে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো অ্যাকাউন্ট থেকে আপত্তিকর ও মানহানিকর পোস্ট করার অভিযোগে সাইবার থানায় মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনায় দুই যুবককে অভিযুক্ত হিসেবে শনাক্ত করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, "সুমন দাস" নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে গত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় নির্বাচনী সভায় মুখ্যমন্ত্রী

ভুল বার্তা দিয়ে যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদের ত্যাগ করুণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে দেশ এবং রাজ্য। আগামীদিনে একই দিশায় এডিসির অগ্রগতি নিশ্চিত করতে প্রয়োজন ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার।

আজ গঙ্গানগর-গন্ডাতুইসা কেন্দ্রের প্রার্থী ভূমিকানন্দ রিয়াং এবং রাইমাভ্যালী কেন্দ্রের প্রার্থী সমির রঞ্জন ত্রিপুরার সমর্থনে গন্ডাছড়ায় মোটরস্ট্যান্ডে নির্বাচনী জনসভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এই জনসভায় ৭১০ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছেন। নবাগতদের দলে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই সমাবেশে জনজাতি অংশের ব্যাপক সংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়ায় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি ব্যাপক সমর্থন প্রতিফলিত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ভ্রষ্টাচারের সরকার চলছে এডিসিতে। জনগণ মিথ্যাচার ও অশান্তি চায় না। উন্নয়ন চায়। তাই ভরসা একমাত্র বিজেপি। ভারতীয় জনতা পার্টি জনগণের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দিতে সংকল্পবদ্ধ।

তিনি বলেন, আসন্ন এডিসি নির্বাচনে ২৮টি আসনেই ভারতীয় জনতা পার্টিকে জয়ী করে ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার গড়তে প্রস্তুত জনগণ। এই কারণে মথার পায়ের নিচের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1

05-04-2026, 01:08

CMYK

জাগরণ আগরতলা,৫ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
২০ চৈত্র, রবিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হইলে খাদ্যের দাম বাড়িবে

পশ্চিম এশিয়া কেবল খনিজ তেলের জন্য নয়, বরং বিশ্বজুড়িয়া খাদ্য নিরাপত্তার সমীকরণেও একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল অঞ্চল। এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের ফলে খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির পেছনে প্রধানত তিনটি কারণ কাজ করে। পশ্চিম এশিয়া বিশ্বের প্রধান তেল উৎপাদনকারী অঞ্চল। যুদ্ধের ফলে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়িলে সরাসরি প্রভাব পড়ে কৃষি ও পরিবহণ খাতে। ট্রাক্টর চালানো, সেচ পাম্প এবং ফসল কাটার যন্ত্রপাতির খরচ বাড়িয়া যায়।সংঘাতের কারণে লোহিত সাগর বা পারস্য উপসাগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ নৌপথগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হইয়া পড়ে। জাহাজগুলো বিকল্প দীর্ঘ পথ ব্যবহার করিলে পরিবহণ খরচ এবং বীমার প্রিমিয়াম অনেক বাড়িয়া যায়, যাহা শেষ পর্যন্ত ক্রেতার পকেট থেকেই যায়।আধুনিক কৃষিকাজে নাইট্রোজেন-ভিত্তিক সারের গুরুত্ব অপরিসীম। এই সার তৈরির প্রধান কাঁচামাল হইলো প্রাকৃতিক গ্যাস। পশ্চিম এশিয়া প্রাকৃতিক গ্যাসের অন্যতম বড় উৎস। সংঘাতের ফলে গ্যাসের সরবরাহ ব্যাহত হইলে বিশ্ববাজারে সারের সংকট দেখা দেয়, যাহা ফসলের ফলন কমাইয়া দেয় এবং খাবারের দাম বাড়াইয়া দেয়।অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ পশ্চিম এশিয়ার মধ্য দিয়া গিয়াছে। যদি সুয়েজ খাল বা হরমজ প্রণালীর মতো জায়গাগুলো সংঘাতের কবলে পড়ে, তবে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যের যাতায়াত থমকিয়া যায়। এতে করিয়া বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়।

পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত যদি দীর্ঘ দিন ধরিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে বিশ্বজুড়িয়া খাদ্যদ্রব্যের দাম আরও বাড়িতে পারে। এমনই চাঞ্চল্যকর আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। ইতিমধ্যেই পর পর দুই মাসে বিশ্বে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়িয়াছে। মার্চ মাসে গড় সূচক দাঁড়াইয়াছে ১২৮.৫ পয়েন্টে, যাহা ফেব্রুয়ারির তুলনায় ২.৪ শতাংশ বেশি। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১ শতাংশ বেশি।

সংঘাতের জেরে জ্বালানির দাম বাড়ায় তাহার প্রভাব পড়িয়াছে খাদ্য উৎপাদনেও। তবে এখনও পর্যন্ত শস্যের পর্যাপ্ত মজুত থাকায় দাম বৃদ্ধির চাপ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। যদি সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং উৎপাদন খরচ বাড়িতেই থাকে, তাহা হইলে চাষিদের সামনে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হইবে। কম সার ব্যবহার করিয়া চাষ করা, জমিতে কম ফসল ফলানো বা কম খরচের ফসলের দিকে ঝোঁকা। এর ফলে ভবিষ্যতে উৎপাদন কমিয়া যাইতে পারে। তার সরাসরি প্রভাব পড়িবে খাদ্যের জোগান ও দামে।'গমের দামে ৪.৩ শতাংশ বৃদ্ধি হইয়াছে, যাহার অন্যতম কারণ আমেরিকায় খরার প্রভাব এবং অস্ট্রেলিয়ায় সার খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় চাষ কমিবার আশঙ্কায়। অন্যদিকে, ভুট্টার দাম সামান্য বাড়িয়াছে। পর্যাপ্ত মজুত থাকিবার ফলে সেই দামের খুব বৃদ্ধি হয়নি বলিয়া বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এদিকে চালের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র দেখা গিয়াছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দাম ৩ শতাংশ কমিয়াছে, যাহার পিছনে রহিয়াছে ফসল কাটার সময়, আমদানির চাহিদা কমিয়া যাওয়া এবং মুদ্রার মূল্যপতন। অন্যদিকে, ভোজ্য তেলের দাম ৫.১ শতাংশ বাড়িয়াছে এবং তাহা গত বছরের তুলনায় ১৩.২ শতাংশ বেশি। পাম, সয়াবিন, সূর্যমুখী ও সরিষার তেলের দাম বাড়িয়াছে মূলত জ্বালানির দামের সঙ্গে যুক্ত জৈব জ্বালানির চাহিদা বাড়িবার কারণে।মাংসের দাম ১ শতাংশ বাড়িয়াছে। দুগ্ধজাত পণ্যের দাম ১.২ শতাংশ এবং চিনি ৭.২ শতাংশ বাড়িয়াছে। ব্রাজিলে আখ থেকে চিনি উৎপাদনের বদলে বেশি ইথানল তৈরির সম্ভাবনা থাকায় চিনির দাম বাড়িয়াছে। চলতি বছরে বিশ্বে গম উৎপাদন প্রায় ৮২০ মিলিয়ন টনে দাঁড়াইতে পারে, যাহা গত বছরের তুলনায় ১.৭ শতাংশ কম। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিয়াই আগামী দিনে খাদ্যদ্রব্যের দাম আরও বাড়িবে কি না, তাহা নির্ধারিত হইবে।

এডিসি ভোট: সাব্রুমে পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ ৭ এবং ৮ এপ্রিল

আগরতলা, ৪ এপ্রিল: আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে আগামী ৭এবং ৮ এপ্রিল সকাল ১০ টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণী ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে ২৭-পূর্ব মুহুরীপুর-বুড়াতলী (এসটি) এবং ২৮-শিলাছড়ি মনুবনকুল (এসটি) আসনের ভোট গ্রহণকর্মী ও নিরাপত্তা রক্ষীদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে। ২৭-পূর্ব মুহুরীপুর-বুড়াতলী (এসটি) এবং ২৮-শিলাছড়ি মনুবনকুল (এসটি) কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার তথা সাবুম মহকুমার মহকুমা শাসক এই সংবাদ জানিয়েছেন।

এডিসি নির্বাচন: করবুকে ভোট কর্মীদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট নেওয়া হবে ৭ ও ৮ এপ্রিল

আগরতলা, ৪ এপ্রিল: আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে লংতরাইভ্যালি মহকুমার অন্তর্গত ৫-ছামনু (এসটি), ৬-মনু-ছৈলেংটা এবং ৭-ডেমছড়া-কচুছড়া (এসটি) নির্বাচনী ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণের কাজে নিযুক্ত ভোট কর্মীদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে আগামী ৭ এবং ৮ এপ্রিল ভোট গ্রহণ করা হবে। ছৈলেংটা গভর্ণমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে। লংতরাইভ্যালি মহকুমার মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসারের অফিস থেকে যথা সময়ে ভোট দান করার জন্য ভোট কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

এডিসি নির্বাচন: করবুকে ভোট কর্মীদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট নেওয়া হবে ৭ ও ৮ এপ্রিল

আগরতলা, ৪ এপ্রিল; আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে ২৫-নতুনবাজার-মালবাসা (এসটি) জেলা পরিষদ আসনে নির্বাচনী দায়িত্বে নিযুক্ত নিরাপত্তা কর্মী, ভোট গ্রহণ কর্মী এবং অন্যান্য সরকারি কর্মচারিদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে আগামী ৭ এবং ৮ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত করবুক পাঞ্জিহাম এইচ এস বিদ্যালয়ে ভোট গ্রহণ করা হবে। ২৫-নতুনবাজার-মালবাসা (এসটি) জেলা পরিষদ কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার তথা করবুক মহকুমার মহকুমা শাসক এই তথ্যটি জানিয়েছেন।

তেলসমস্যা চলবে, সমাধান হাতের নাগালেই

রানা ঘোষদস্তিদার

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধপরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে হরমুজ প্রণালীতে উদ্ভূত পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলে বাধানিষেধের জন্য নানা দেশে অশোধিত তেল, শোধিত পণ্য যথা পেট্রোল, ডিজেল, এলপিজি এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি ইন্ধনের লভ্যতা ও বর্ধমান মূল্য নিয়ে সঙ্কট দেখা দিচ্ছে যে, আমরা জানি। ভারতে এলপিজি বা রান্নার গ্যাস কিছুটা অমিল হওয়াতে নানা জায়গায় হোটেল-রেস্তোরাঁ প্রভৃতি ব্যবসা বেশ মার খাচ্ছে তাও সংবাদে প্রকাশ। এখনো ভারতে সেরকম ভাবে পেট্রোপণ্যের সেরকম সঙ্কট সৃষ্টি না হলেও, অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের মোড় কোনদিকে ঘুরে যে পরিস্থিতি কিরকম দাঁড়াবে, কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না। যুদ্ধের মঞ্চে নয়া কুশীলব দেখা দিলে যুদ্ধের বিস্তার আরো বাড়তে পারে। মরিয়া ইরান মধ্যপ্রাচ্যের তেল পরিকাঠামোতে আরো আঘাত করলে তেল-গ্যাস সঙ্কট বাড়বেই। ভারতের জন্য এ নিশ্চিন্ত থাকার সময় নয়। প্রথম ও প্রধান কারণ, ভারতে চাহিদার তুলনায় খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার ও জোগান সীমিত, আমদানি ছাড়া উপায় নেই। বিপদ, জনসংখ্যা ও ক্রমবর্ধমান আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। যুদ্ধ মিটে গেলেও এই সমস্যা পিছু ছাড়বে না। কারণ, ফসিল ফুয়েল যথা পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়, তা ক্রমশ কমছে। এমতাবস্থায়, যে কোন চিন্তাশীল লোকের চেষ্টা হবে সমস্যা সমাধানের রাস্তা খোঁজা এবং দেশ ও দশের কর্ণধারদের কানে তা পৌঁছবার ব্যবস্থা করা। এই অধম, নানা আলোচনায় জিজ্ঞাসিত হয়ে ক”টি উপায় বাতলাবার চেষ্টা করছে। সৌভাগ্য, উপায়গুলি অনেকাংশে কৃষিনির্ভর এবং সেজন্য প্রাকৃতিক, পরিবেশবান্ধব, স্থায়ী বা পুনর্নবীকরণযোগ্য, সুলভএবং কর্মসংস্থানকারী। ক্রমানুযায়ে লেখা যাক।

এক, পেট্রোপণ্যের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার পরিবহনের জ্বালানি হিসাবে। সৌভাগ্য যে, ভারত বেশ ক”বছর ধরেই আমদানিকৃত তেলের উপর নির্ভরতা কমাতে ব্লেন্ডিং এর শরণাপন্ন হয়েছে। পেট্রোলে লক্ষ্যসময়ের আগেই বিশ শতাংশ ইথানল ব্লেন্ডিং-এর কাছাকাছি পৌঁছেছে ভারত। এতদূর না এলে, আজকের সঙ্কট যে আরো ঘোরালো হত, বলার দরকার নেই। ডিজেলে পাঁচ কেন, এক শতাংশ ব্লেন্ডিং এর ধারেকাছেও পৌঁছনো যায়নি যে, তার প্রথম কারণ দেশে উদ্ভিজ্জ তেলের জোগানও কম। দুই, ভারতীয়রা ভোজ্য তেল বারেবারে ব্যবহার করে, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে এক দুবার ব্যবহার করে ফেলে দেয় না। ব্যবহৃত ভোজ্য তেল দিয়ে সুলভবায়োডিজেল তৈরি করা যায়। এই ব্লেন্ডিং শুধু তেলের আমদানি কমায় না। ইথানল বা বায়োডিজেল কৃষিজ উপজাত, উদ্বৃত্ত বা বর্জ্য থেকে তৈরি হয়ে কৃষিতে অতিরিক্ত আয় আনে, পুনর্নবীকরণযোগ্য, কম দূষণকারী, বেশি পরিবেশবান্ধব, কর্মসংস্থানকারী। পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে বলে, জানিয়ে রাখি, নবাগত গাড়িগুলির ইঞ্জিনে ইথানলজনিত সমস্যা অনেক কম। ব্রাজিলে একশো শতাংশ ইথানলে গাড়ি চলে। বর্তমানে আখ বা ভুট্টা থেকে মূলত ইথানল তৈরি হলেও, পচে যাওয়া চাল, বিক্রি না হওয়া আলু থেকে শুরু করে সুইট সরগাম (জোয়ার) এবং, ফসলের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ, খড়, ভূষি থেকেও ইথানল বা উচ্চতর কার্বন মাত্রার প্রোপানল, বিউটানল তৈরি হতে পারে। সেজন্য, গবেষণা চাই বইকি। দেশে ভোজ্য ও অভোজ্য উদ্ভিজ্জ তেলের চাষ ও উৎপাদন বাড়লে, বায়োডিজেল উৎপাদন বাড়বে। পুরনো পাঠকেরা জানেন। তাও একবার জানিয়ে রাখি, যে, ডিজেল ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তা রুডলফ ডিজেল তাঁর প্রোটোটাইপটি চালিয়েছিলেন ইন্ধন হিসাবে চীনাবাদাম তেল ব্যবহার করে। দুই, এলপিজি হল মূলত প্রোপেন গ্যাস, যা উচ্চচাপে তরলীকৃত করে সিলিন্ডারে ভরা হয়। কৃষিজ পণ্য গেঁজিয়ে মিথেন গ্যাস, তা থেকে মিথানল হয়ে অণুঘটকের উপস্থিতিতে তৈরি করা যায় ডাইমিথাইল ইথার, যা একেবারে এলপিজির মতই তরলীকৃত করে, সিলিন্ডারে ভরে ইন্ধন হিসাবে রান্নাঘর থেকে শুরু করে ইস্পাত উৎপাদন অব্দি ব্যবহার করা চলে। প্রয়োজন দ্রুত এই পণ্যকে বাণিজ্যিক করে তোলা।

তিন, উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক গ্যাস বলতে আমরা যা ব্যবহার করি, তা আসলে হল মূলত মিথেন ও কিছুটা বিউটেনের সমাহার। এখন, কৃষিজ পণ্য ছাড়াও, পৌরসভার জৈব বর্জ্য গেঁজিয়েও মিথেন তৈরি করা যায়, কয়লাখনি থেকেও কোল বেড মিথেন আসতে পারে। অতএব, রান্না বা পরিবহনে প্রাকৃতিক গ্যাসের অকুলান হলে, এই মিথেন কাজে আসতে পারে। অনেকে হেসে উড়িয়ে দিলেও, খোদ জাপানে গোবর থেকে বাস চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। গোবরকে গ্যাঁজালে মিথেনই পাওয়া যায়। ক্যালরিফিক ভ্যালু কম বলে গোবর গ্যাস প্ল্যান্টগুলি রান্নার কাজে সেরকম জনপ্রিয় হয়নি, কিন্তু, পরিবহনের জ্বালানি হিসাবে মিথেন সরেস বলে, হয়তো একদিন পেট্রোল পাম্পের জায়গায় গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট দেখা যেতে পারে। এই উপায়গুলির এক বড় উপরি পাওনা হল উপজাত জৈব সার, যা পেট্রোলিয়াম বা গ্যাস ব্যবহার করে উৎপাদিত রাসায়নিক সারের চাহিদা কমাতে, উর্বরতার সঙ্কটে ভোগা জমির নানা উপকার করতে পারে। চার, এলপিজি সঙ্কটে দেশজুড়ে ব্যবহার বাড়তে পারে ইথানল স্টোভের। ইথানল উৎপাদকরা একে জনপ্রিয় করলেন বলে।

পাঁচ, গৃহস্থালী বা শিল্প হতে নির্গত দূষিত বর্জ্য তরল শোধন করার পর তাকে ব্যবহার করা যেতে পারে গ্রীন হাইড্রোজেন উৎপাদনে। এ হল ভবিষ্যতের দূষণমুক্ত ইন্ধন।

ছয়, রন্ধন থেকে শুরু করে পরিবহনে পেট্রোপণ্যের ব্যবহার বিপুলভাবে কমাতে পারে বিদ্যুৎশক্তি। তাতে দূষণ কমবে বিপুলহারে। না, কয়লা পুড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো নয়, সোলার-উইণ্ড-হাইডেল-টাইডাল ইত্যাদি প্রাকৃতিক বল কাজে লাগিয়েই বিদ্যুতের জোগান বাড়ানো যায়। উল্লেখ্য, ইন্ডাকশন হীটার পুরনো দিনের হীটারের থেকে ঢের বেশি কাজের, বিদ্যুৎকে তাপে পরিণত করতে অনেক বেশি দক্ষ। এর বিরাট সুবিধা হল, উৎপন্ন তাপ রন্ধনপাত্রের বাইরে যায় না, অর্থাৎ নষ্ট হয় কম, আবার রন্ধনকারীর জন্য বেশি নিরাপদ। রান্না লোহাজাতীয় ধাতব পাত্রে হয় বলে, বেশি স্বাস্থ্যসম্মত। সাম্প্রতিক হিসাবে, ইন্ডাকশন হীটারের রান্না এলপিজির তুলনায় সস্তাও পড়ে।

অন্যদিকে, রেল-নির্ভর পরিবহন হল সবচেয়ে নিরাপদ, জলপথের পর সবচেয়ে সুলভ, আকাশপথের পর সবচেয়ে দ্রুত পরিবহন। সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক হলে, সবচেয়ে পরিবেশবান্ধবও। ভারতের রেলপথ সোলার প্যানেল দিয়ে ঢেকে দিলেই শক্তির চাহিদা অনেকাংশে মেটানো যেতে পারে। রিজেনারেটিভ ব্রেকিং প্রযুক্তির দরুণ, ট্রেন ব্রেক কষার সময়েও শক্তি উৎপাদন করে। শহরাঞ্চলের সেরা পরিবহন হতে পারে মেট্রো, ট্রাম ও সাইকেল, পদব্রজের সুষম সমন্বয়, কোপেনহাগেন বা আমস্টার্ডাম মডেলে। ব্যাটারিচালিত গাড়ি বা বাস আসতেই পারে আলোচনায়। কিন্তু, ব্যাটারি মানেই আমদানিকৃত কাঁচামাল যথা চিপের উপর নির্ভরতার পাশে ব্যাটারির রিসাইক্লিং ইত্যাদি জিনিস মনে রাখা উচিৎ। আর, সেরা ব্যাটারিতেও, যত ইউনিট চার্জ দেওয়া হয়, তার এক অংশ অপচয় হয়ই। ওভারহেড তারে সেই অপচয় কম, যেজন্য শহরে ট্রামের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। অবশ্য, একটি ট্রাম বহু বছর বা দশক চলে, বছর বছর টায়ার পাল্টানোর মত দেখভালের খরচও নেই। সেজন্য, বাস বা গাড়ির তুলনায় ব্রাত্য। যেমন, সাইকেল বা পদাতিক হল অর্থনীতিবিদদের চক্ষুশূল! সাত, ভারতের মত দেশে, কোঅপারেটিভ যথা, কমিউনিটি কিচেন, গণ পরিবহন হল শেষ কথা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অনন্তবালা বৈষ্ণবী

গৌতম অধিকারী

১৯৬৮-র জুন মাসের এক বর্ষণসিক্ত দুইপ্রহরবেলা। তারিখটা ২৬। কৃষ্ণনগর জংশন স্টেশনে নেমে দুটো রিকশায় শান্তিপুর-নবদ্বীপ ছোটো রেললাইনের কৃষ্ণনগর রোড স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলছেন চারজন খালেদ চৌধুরী, রণজিৎ সিংহ, ঈশিতা সিংহ এবং এঁদের তুলনায় বয়সে তরুণ সৌম্য চক্রবর্তী। এঁরা তখন কলকাতা ফোক গবেষণা কেন্দ্রের হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কথা বলছেন বিস্মৃত শিল্পীদের সঙ্গে; এবং সুযোগ হলে রেকর্ড করে নিয়ে আসছেন শিল্পীর হারিয়ে যাওয়া সঙ্গীতের কিছু কিছু নমুনা। এই অনুসন্ধানপর্বে তাঁরা খুঁজে চলছিলেন অনন্তবালা বৈষ্ণবীকে। প্রাথমিকভাবে তাঁরা জানতে পেরেছিলেন মারা গেছেন অনন্তবালা। খানিকটা নিরাশা গ্রাস করল। পরে জানা গেল বেঁচে আছেন অনন্তবালা, বড়ো অনাদরে-অবহেলায়; কৃষ্ণনগর শহরের উপকণ্ঠে রোড স্টেশনসংলগ্ন এক উদ্বাস্তু পল্লিতে। অনেকটা ঝক্কি পেরিয়ে তাঁরা উপস্থিত হলেন বৈষ্ণবীর ঝুপড়ির সামনে। ভেতরে বসে কাঁথা সেলাই করছেন এক বৃদ্ধা। তারপর অচেনা আগন্তুকদের দেখে তিনি বাইরে এলেন। মনে হল তাঁর বয়েস ৭০-এর কাছাকাছি। রোগা ছিপছিপে গড়ন। গলায় তুলসির মালা। ওঁদের একজন রণজিৎ সিংহ লিখেছেন, “আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম আর উদ্দেশ্যের কথা বললাম। বৃদ্ধার মুখে অপ্রস্তুতের হাসি, চোখে সন্দেহ। জানালেন তিনিই অনন্তবালা বৈষ্ণবী। আমাদের এতদিনের চেষ্টা সার্থক হল। অনন্তবালাকে সামনে দেখতে পাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা আর কৃতার্থতার বোধে অভিভূত হয়ে আমি তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। পরক্ষণেই বুঝলাম ভুল করেছি। বৈষ্ণবরা কাউকে পা ছুঁতে দেন না। অনন্তবালাও সঙ্গে সঙ্গে আমার পা ছুঁতে চাইলেন। আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।”

১৯৬৮ সালের এই কাঁটা দেওয়া পুনরাবিষ্কারের গল্প সম্ভবত বহুদিন পরে প্রথম আমরা পেলাম ১৯৮৩ সালে, ‘প্রতিক্ষণ’ পত্রিকার একটি সংখ্যায়। লিখেছেন রণজিৎ সিংহ। বলা যায় এই লেখাটির সূত্র ধরেই কিঞ্চিৎ অনন্তবালাকে নতুন করে চেনার পথটা সুগম হলো। আর জানা গেল তাঁর অনন্তবালা নামের আড়ালে লুকিয়ে থাকা হরসুন্দরী নামের একজন নারীর হয়ে ওঠার লড়াই, সাফল্য ও জীবনের ব্যর্থতার কথাও বটে। সেই লড়াইয়ের কাহিনি স্বয়ং শিল্পী ১৯৬৯-এর ২৬ জুন রণজিৎ সিংহ, খালেদ চৌধুরীর কাছে নিজে যা বলেছিলেন, সেই কথাগুলো গুছিয়ে লিখেছেন রণজিৎ সিংহ এভাবে “প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে তাঁর সম্পর্কে যা জানতে পারি তা এই অনন্তবালা বৈষ্ণবীর জন্ম ১৩১১ বঙ্গাব্দে। তাঁর দেশ বরিশাল। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে তিনি কলকাতায় আসেন। সে বছর মেগাফোন কোম্পানি তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড করে। প্রথম গান ‘প্রাণ কান্দে ভাইরে সদায় মাইয়া বলে’। লোকসংগীত শিল্পী হিসেবে তাঁকে প্রথম যিনি রেকর্ড করবার জন্য মেগাফোন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন তিনি হলেন ছমীর গুছমীরুদ্দিন?৪। ছমীর ছিলেন কোম্পানির বড়সায়েব জে এন ঘোষ৪-এর মোটরগাড়ির চালক এবং তিনি ঢাকার লোক। অনন্তবালার সঙ্গীত শিক্ষার গুরু পরেশ দেব। (মাটির সুরের খোঁজে / অনন্তবালা / প্রতিক্ষণ, ১৯৮৫) সত্যের অনেকটা কাছাকাছি এই বর্ণনা। কিন্তু এখানেও হরসুন্দরী নেই।

হরসুন্দরীকে আমরা জানলাম ১৯৮৯-তে, একটি ছোট্ট কাগজ ‘পণ’-এ প্রকাশিত অধ্যাপক মণি মণ্ডলের লেখা ‘সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী অনন্তবালা বৈষ্ণবী’ শিরোনামের একটি প্রবন্ধধর্মী রচনার মাধ্যমে। সেই সূত্র বলছে, হরসুন্দরীর জন্ম হয়েছিল বাংলা ১৩১০ সালের ১৪ ফাল্গুন। ইংরেজি হিসেবে ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ। অবিভক্ত বরিশাল জেলার ছয়ঘরিয়া (মতান্তরে ছয়ঘইরগা) গ্রামে। বর্তমানে যে গ্রামের নাম পূর্ব সাঁচিয়া। বাবার নাম তারিণীচন্দ্র গাইন। গাইন পরিবারের আর একটি বাড়ি ছিল তুরুকখালি গ্রামে, যার এখনকার পরিচয় পূর্ব সাঁচিয়া (বর্তমান পিরোজপুর জেলা)।

বিল-বাওড়ের দেশ বরিশাল। তুরুকখালি একেবারেই ছিল বিলাঞ্চল। বর্ষাকালে সেখানে বসবাস কষ্টকর ছিল বলেই হয়তো ছয়ঘইরগা বা ছয়ঘরিয়াতে দ্বিতীয় বাড়িটি তৈরি করতে হয়েছিল গাইন পরিবারকে। পাশ দিয়ে বয়ে-চলেছে ছোট্ট নদী বেলুয়া। এই দুই গ্রামেই কেটেছে হরসুন্দরী অনন্তবালার শৈশব- কৈশোর -যৌবন। দেশভাগের আগে পর্যন্ত। যদিও কৃষ্ণনগরে নেওয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রণজিৎ সিংহ জানাচ্ছেন অনন্তবালার জন্ম ১৩১১ বঙ্গাব্দে। আর তিনি কলকাতা আসেন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে। এবং সেই বৎসর অনন্তবালার প্রথম রেকর্ড বের হয়। বাংলা ১৩৩৮ সাল অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৩১। কিন্তু ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘বেতার জগত’ পত্রিকায় মেগাফোনের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে, যার হেডিং ছিল ‘ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত রেকর্ডের বিজয়মাল্য’। এই বিজ্ঞাপনে অন্যান্যদের সঙ্গে অনন্তবালার রেকর্ডের যে গানটির বিজ্ঞাপন ছিল, যে রেকর্ডটির নম্বর জে এন জি ৪৮৩। আমাদের তথ্য বলছে রেকর্ডটিতে দুটো গান ছিল—‘আমার প্রাণ কান্দে ভাইরে সদাই মাইয়া বলে’ এবং ‘প্রাণসখীরে আমার’। বিজ্ঞাপন ১৯৩৭-এ প্রকাশিত হলেও রেকর্ডটি বাজারে আসে ১৯৩৮ সালে। স্বাভাবিকভাবেই অনন্তবালার বাংলা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৩১-এ তাঁর কলকাতায় আসা। এবং অন্তত পাঁচটি বছর জুড়ে তাঁর হয়ে ওঠার লড়াই।

নদীকেন্দ্রিক বঙ্গজীবনে শৈশব-কৈশোরের এই কাহিনি প্রকৃতির আনন্দনিকেতনে বেড়ে উঠছিলেন অনন্তবালা। গানকে পেয়েছিলেন পারিবারিক উত্তরাধিকারে। হরসুন্দরী বা অনন্তবালার পারিবারিক পদবির কথা। পারিবারিক উপাধি ‘গাইন’। আর ভাটি-বাংলাদেশের প্রচলিত প্রবাদ হলো ‘বাজাতে বাজাতে বাইন, / গাইতে গাইতে গাইন।’ অনুমান করতে পারা যায় ‘গাইন’ পদবি এই পরিবারের অর্জন করা। অর্জনের ইতিহাস অজানা হলেও পরিবারটি যে সর্বার্থেই পদবিটির যোগ্য, এতে সন্দেহ নেই। হরসুন্দরীর ঠাকুরদাদা গাইতে পারতেন। হরসুন্দরীর বাবাও পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি, কীর্তন, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি গান সুন্দর গাইতেন। দু'চার গ্রামের মধ্যে কীর্তন, হরিরলুঠ, মহোৎসব হলে ডাক পড়ত তারিণী গাইনের। সঙ্গে তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতেন। তারিণীবাবুর তিন ছেলে যোগেশচন্দ্র, উমেশচন্দ্র এবং গণেশচন্দ্রের মধ্যে উমেশ ও গণেশ সুগায়ক। এঁদের নিজেদের কীর্তনের দল ছিল। রামায়ণ গানের দলও এঁরা করেছেন। ফলে খুব অল্প বয়সেই হরসুন্দরী বাবার সঙ্গে কীর্তন-মহোৎসবে যেতেন। গান গাইতেন গুপিযন্ত্র বাজিয়ে। এমনকি বরিশালের নিজস্ব লোকগানের পালা ‘রয়ানী’ (রোদনীগ্নরয়ানী), যা আসলে ‘মনসামঙ্গলে’র রচয়িতা বিজয় গুপ্তের কাহিনির গীতিপালা, সেই দলেও গান গেয়েছেন হরসুন্দরী। সেকালের নিয়মানুযায়ী মাত্র সাত বছর বয়সে পাত্রপক্ষের কাছ থেকে সেকালের নিয়মানুযায়ী কিছু টাকা পণের বিনিময়ে বিয়ে হয়ে গেল হরসুন্দরীর। পাত্রীর গায়ের রঙ কালো পণ জুটল না বেশি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বিধবা হয়ে দুর্ভোগের জীবনকে জুটিয়ে নিলেন হরসুন্দরী। বিবাহিত জীবনের পরিসর এতটাই কম যে, অনন্তবালা স্বামীর কথা ভালো করে মনেও করতে পারেননি। জীবনের দুর্ভোগ তখন তাঁকে বুঝি বা টানছিল অন্য কোনো জীবনের পথে। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়ে ছেড়ে এলেন হরসুন্দরীর অতীত, হয়ে উঠলেন অনন্তবালা, অনন্তবালা বৈষ্ণবী।

কলকাতার উপকণ্ঠে প্রথম এসে উঠলেন গঙ্গার ওপাড়ে হাওড়ার শালকিয়াতে ৭৪, হালদার পুকুর লেন-এ হরিদাস বৈরাগীর আখড়ায়। বেঁচে থাকার উপায় একমাত্র গান গেয়ে মাধুকরী বা ভিক্ষাবৃত্তি। এমনই এক দিনে পথের ধারে তাঁর গান শুনতে শুনতে একটি ছেলে আশ্চর্যজনক প্রস্তাব দেয়, “বায়না করে দিলে গাইবেন গান?” খানিকটা স্তম্ভিত অনন্তবালা নিজেকে সামলে নিয়ে রাজী হয়ে যান প্রস্তাবে। তারপর সেই ছেলেটি, যার নাম কোনোদিন ভোলেননি অনন্তবালা, সেই ইসমাইলের হাত ধরে শালিমার কোম্পানি আয়োজিত অনুষ্ঠানে গান গাইলেন অনন্তবালা। প্রতিযোগিতামূলক আয়োজনে গুরু-শিষ্য পরম্পরার গান। জাহাজের সারেঙ অথচ গানপাগল মঙ্গল ফকিরের বিপরীতে শিষ্যধারায় গাইলেন অনন্তবালা। তাঁর নিজের কথায় “সে বছরে মেগাফোন কোম্পানি তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড করে। প্রথম গান ‘প্রাণ কান্দে ভাইরে সদাই মাইয়া বলে’। লোকসংগীত শিল্পী হিসেবে তাঁকে প্রথম যিনি মেগাফোন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন তিনি হলেন ছমীর মিরুদ্দিন? ছমীর ছিলেন কোম্পানির বড়সায়েব গুজে এন ঘোষ৪-এর মোটরগাড়ির চালক এবং তিনি ঢাকার লোক।

“ (মাটির সুরের খোঁজে,
অনন্তবালা, প্রতিক্ষণ)

শুরু হলো অনন্তবালার পর্ব।
১৯৩৮-এ বের হয় অনন্তবালার
প্রথম গান, রেকর্ড নম্বর জে এন
জি ৪৮৩। গানটি ছিল

“আমার প্রাণ কান্দে ভাইরে,
সদাই মাইয়া বলে
হ’ল মাইয়াতে উৎপত্তি জগত
মাইয়া আমার হৃদিদলে।।
মাইয়ার গুণের কী দেই সীমা
দ্বাপর যুগে কৃষ্ণলীলা
করেন সেই কালা
যেদিন গিরি ধারণ করলেন কৃষ্ণ
সেদিন শক্তিরূপে সঞ্চারিলে।।”

গানটি তিনি গেয়েছিলেন পরেশ দেবের তত্ত্বাবধানে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, প্রথামাফিক অনন্তবালার গানের গুরু কেউ ছিল না। গান শিখেছিলেন প্রাথমিকভাবে বরিশালের জ্ঞান দত্তের কাছে। মেগাফোন কোম্পানিতে সেই জায়গা নিলেন পরেশ দেব। এমনকি স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলামের কথা ও সুরে তাঁর তত্ত্বাবধানেও গানের রেকর্ড করেছেন অনন্তবালা।

হিজ মাস্টার্স ভয়েসের বাণিজ্যিক আয়োজনের বিপরীতে পরাধীন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমান্তরাল সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ রেখেছিল জীতেন ঘোষ মেগাফোন কোম্পানি। ১৯১০ সালে গড়ে মেগাফোনের গুরুত্ব ও অবদান এক্ষেত্রে সর্বাধিক, এমন কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না। আনকোরা শিল্পীদের সন্ধান চালিয়ে তাঁরা একের পর এক রেকর্ড বাজারে এনেছেন। অচেনা অনন্তবালাকে সেই মেগাফোনের কাছেই নিয়ে এসেছিলেন। দক্ষ জহুরী জীতেন ঘোষ হাতে কাঁচা সোনা তখন অলঙ্কার হয়ে উঠতে শুরু করে, এবং এটাকে ছিল স্বাভাবিক। পল্লীগীতির রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে অনন্তবালার অভিষেক যখন হচ্ছে, সেইসময় এইচএমভি-সূত্রে একটি মাত্র পল্লীগীতি রেকর্ড করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে আসা পরবর্তী সময়ে বহুখ্যাত আব্বাসউদ্দিন গেয়েছেন “আমার হাড় কালা হইল রে দুরন্ত পরবাসে।” ঠিক সেই সময়ে মেগাফোনে ভাটিবাংলার ভাটিয়ালী গানের পসরা জমিয়ে বসলেন অনন্তবালা। যদিও এটা সত্য যে তখন তিনি শুধু ভাটিয়ালী গান গেয়েছিলেন, এমন নয়। গেয়েছিলেন পল্লীবাংলার সবধরনের গান। আসলে তখন পূর্ববাংলার পল্লীগীতিগুলোকেই ভাটিয়ালী বলে চিহ্নিত করার একটা প্রবণতা ছিল শহুরে সমাজে। তাই শুধু ভাটিয়ালী নয়, পূর্ববাংলার লোকসংগীতের একটি সামগ্রিক ধারণার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন অনন্তবালা।

মেগাফোন কোম্পানিতে অনন্তবালা রেকর্ড করেছিলেন অন্তত দেড়শো গান। অনেকেই বলেন সংখ্যাটা দুশোর বেশি। রণজিৎ সিংহের সঙ্গে পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী শিল্পীর নিজের দাবি রেকর্ডকৃত গানের সংখ্যা একশো চল্লিশ। বর্তমান নিবন্ধকার এ-পর্যন্ত যেগুলোর সন্ধান পেয়েছেন, তার সংখ্যা একশো উনিশটি, এর মধ্যে একশো আঠারোটি গান অর্থাৎ উনষাটটি রেকর্ডের জে এন জি নম্বর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে চোদ্দোটি রেকর্ডে রয়েছে আঠাশটি গান, যেগুলো পল্লীগীতি হিসেবে প্রকাশিত। এই পল্লীগীতিগুলোর মধ্যে মানব-মানবীর প্রেমানুভবের প্রকাশ রয়েছে ‘তুমি বিনে আর মনের দুঃখ’, ‘আমার বুকের আগুন’, ‘কোথায় রইলে আমার প্রাণ’ প্রভৃতি কয়েকটি গান। কিন্তু অধিকাংশ গানেই বৈষ্ণবীয় প্রেমানুভব মানবিক প্রেমের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। যেমন উল্লেখ করা যায় ‘বৃন্দে, বল তোরা আমায়’, ‘সখি, শ্যামবিচ্ছেদে’, ‘কৃষ্ণ প্রেমানলে’ প্রভৃতি গানের কথা। মনে রাখা দরকার সেকালের অনেক গায়ক-গায়িকা স্বধর্মে বৈষ্ণব না হয়েও গানের রেকর্ডিংয়ে অজানা কারণে বৈষ্ণব’ বা বৈষ্ণবী’ উপাধি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ধর্মীয়ভাবেই অনন্তবালার জীবন লালিত হয়েছে বৈষ্ণবীয় উত্তরাধিকারে। বিশেষ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত তাঁর কাছে ছিল শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো। বিমান মুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “অনন্তবালা ছিলেন খাঁটি বৈষ্ণবী। সাজ-পোশাকে বৈষ্ণবীদের দু'রকম পোশাকই পরতেন। ধবধবে সাদা থান ধুতি, নয়তো গেরুয়া রঙের জামা-ধুতি। মাথায় সবসময় ঘোমটা টানা, কপালে তিলকফোঁটা।”

ক্রমশঃ

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

তিপ্রা মথা প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মার নির্বাচনী প্রচার শুরু। ছবি নিজস্ব।

রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করবে আর্টিস্টস ফোরাম

কলকাতা, ৪ এপ্রিল(আইএএনএস): টলিউড অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জী-এর মৃত্যুর ঘটনায় সংশ্লিষ্ট প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিল আর্টিস্টস ফোরাম। ঘটনায় প্রযোজনা সংস্থার ব্যাখ্যায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।

সূত্রের খবর, শনিবার দুপুর ২টার পর সংশ্লিষ্ট থানায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হবে। ফোরামের অভিযোগ, যে প্রযোজনা সংস্থা ধারাবাহিকটির শুটিং করছিল, তাদের দেওয়া তথ্য অসম্পূর্ণ এবং তাতে একাধিক প্রশ্নের উত্তর মেলেনি।

শুক্রবার গভীর রাতে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে সাংবাদিক বৈঠক করেন টলিউডের সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী। তিনি জানান, ১ এপ্রিল প্রযোজনা সংস্থাকে চিঠি পাঠানো হলেও সন্তোষজনক জবাব মেলেনি। "আমরা এমন উত্তর আশা করেছিলাম যা আমাদের উদ্বেগ দূর করবে। তা না হওয়ায় এফআইআর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে," বলেন তিনি।

কেন ঘটনাটির কয়েক দিন পর পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সে প্রসঙ্গে প্রসেনজিৎ বলেন, "এই মৃত্যুতে গোটা ইন্ডাস্ট্রি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমন শোকের পর বাস্তব মেনে নিতে সময় লেগেছে। এখন আমরা মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা করব।"

অভিনেতা শান্তিলাল মুখার্জি জানান, প্রযোজনা সংস্থার জবাবে অসন্তুষ্ট হয়ে আইনি পরামর্শ নেওয়ার পরেই অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

টলিউডের একাধিক শিল্পীর অভিযোগ, ঘটনাটির তিন দিন পর প্রকাশিত প্রযোজনা সংস্থার বিবৃতিতে অসঙ্গতি রয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ-সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উল্লেখ নেই। সংস্থার মুখপাত্র লীনা গঙ্গোপাধ্যায়-এর বিরুদ্ধেও অভিযোগ ওঠে, তিনি নাকি অভিনেতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেননি।

এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় রাহুলের জন্য ন্যায়বিচার দাবিতে পোস্টার ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২৯ মার্চ ওড়িশার তালসারিতে 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শুটিং চলাকালীন জলে তলিয়ে যান ৪২ বছরের এই অভিনেতা। জোয়ারের সময় জলে নামার পর তিনি স্রোতে ভেসে যান বলে জানা গেছে। পরে তাঁকে উদ্ধার করা হলেও বাঁচানো যায়নি। প্রাথমিক রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ ডুবে যাওয়া বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ঘটনায় দিঘা থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। অভিনেতার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বাংলা চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জগত।

রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জী রেখে গেছেন তাঁর মা, স্ত্রী তথা অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার এবং তাঁদের ১৩ বছরের পুত্র।

'চিরদিনই তুমি যে আমার' ছবির মাধ্যমে পরিচিতি পান রাহুল। পরবর্তীতে 'তুমি আসবে বলে', 'জুলফিকার', 'ব্যোমকেশ গোত্র', 'বিদায় ব্যোমকেশ' এবং 'চারুকলা একাডেমি'-সহ একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। পাশাপাশি টেলিভিশনের 'হারগৌরি পিস হোটেল' ও 'মোহনা'-তেও তিনি জনপ্রিয় মুখ ছিলেন।

'আমি আহত, তাই আরও শক্তিশালী': দলীয় নেতাদের অভিযোগে পাল্টা রাঘব চাড্ডার

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল(আইএএনএস): দলীয় নেতাদের 'সমন্বিত ও মিথ্যা' অভিযোগের কড়া জবাব দিলেন আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা শনিবার এক্স-এ প্রকাশিত ভিডিও বার্তায় তিনি দাবি করেন, তাঁকে চুপ করানোর উদ্দেশ্যেই এই অভিযোগ তোলা হয়েছে।

চাড্ডা বলেন, "গতকাল থেকে আমার বিরুদ্ধে একটি পরিকল্পিত প্রচার চালানো হচ্ছে। একই ভাষা, একই অভিযোগ বারবার সামনে আনা হচ্ছে। এটা কাকতালীয় নয়, বরং সমন্বিত আক্রমণ।"

প্রথমে তিনি প্রতিক্রিয়া জানাতে চাননি বলেও জানান। তবে তাঁর কথায়, "মিথ্যা বারবার বলা হলে তা সত্য বলে মনে হতে পারে, তাই এখন জবাব দিচ্ছি।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, এই সব অভিযোগের অজুহাতে তাঁকে সংসদে কথা বলতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

প্রথম অভিযোগের জবাবে চাড্ডা বলেন, বিরোধীদের ওয়াকআউটের সময় তিনি নাকি আসনে বসে ছিলেনএই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। "সংসদে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে, ফুটেজ দেখলেই সত্য স্পষ্ট হবে," বলেন তিনি।

দ্বিতীয় অভিযোগে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-এর বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাবে স্বাক্ষর না করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাঁকে কখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানোই হয়নি।তিনি প্রশ্ন তোলেন, "রাজ্যসভায় আমাদের ১০ জন সাংসদের মধ্যে আরও ৬-৭ জন স্বাক্ষর করেননি। তাহলে শুধু আমাকেই কেন নিশানা করা হচ্ছে?"

তৃতীয় অভিযোগভয়ের কারণে তিনি এমন করছেনতা নস্যাৎ করে চাড্ডা বলেন, "আমি সংসদে বিশৃঙ্খলা করতে বা অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করতে যাই না। আমি মানুষের সমস্যার কথা তুলতেই সেখানে যাই।"নিজের সংসদীয় কাজের উল্লেখ করে তিনি বলেন, জিএসটি, আয়কর, পঞ্জাবের জল সমস্যা, দিল্লির বায়ুদূষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ঋতুচক্র স্বাস্থ্যসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি তুলেছেন।শেষে তিনি বলেন, "সত্য সামনে আসবেই। সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে। কারণ আমি আহত, তাই আরও শক্তিশালী।"

গুজরাট ও এমপিতে ১,৯২৯ কিমি অপটিক্যাল ফাইবার বসাবে রেল, ব্যয় প্রায় ৩৯৮ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (আইএএনএস): রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী করতে গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে ১,৯২৯ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার কেবল বসানোর জন্য ৩৯৮.৩৬ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করল কেন্দ্র। শনিবার এমনটাই জানিয়েছে রেল মন্ত্রণালয়।

এই প্রকল্পের আওতায় পশ্চিম রেলের আহমেদাবাদ ডিভিশনে ১,৪৫৬ কিমি এবং রতলাম ডিভিশনে ৪৭৩ কিমি জুড়ে ২অ৪৮ ফাইবার অপটিক্যাল কেবল বসানো হবে।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্পটি বৃহত্তর ২৭,৬৯৩ কোটি টাকার 'কবচ' প্রকল্পের অংশ, যার মাধ্যমে আধুনিক এলটিই-ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। পশ্চিম রেলের জন্য আলাদা করে ২,৮০০ কোটি টাকার সাব-প্রকল্পও অনুমোদিত হয়েছে।

উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো চালু হলে আধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা আরও কার্যকর হবে, দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব হবে এবং রেল পরিষেবার ক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

'কবচ' হল ভারতীয় রেল-এর নিজস্বভাবে তৈরি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা, যা সিগন্যাল অমান্য করা বা সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেক কষে দুর্ঘটনা এড়াতে সাহায্য করে। সাম্প্রতিক কয়েকটি রেল দুর্ঘটনার পর এই প্রযুক্তি দ্রুত সারা দেশে চালু করার দিকে জোর দিয়েছে সরকার।

এছাড়া, যাত্রী সুবিধা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গত তিন বছরে ৩৪ হাজার কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৯,৩৯২ কোটি, ২০২৪-২৫-এ ১২,৮৮৪ কোটি এবং ২০২৫-২৬-এ ১২, ০১৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে যাত্রী পরিষেবা উন্নয়নে।

তিনি আরও জানান, দেশের ৭৬টি ব্যস্ত স্টেশনের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশে মোট ২৩টি স্থায়ী 'হোল্ডিং এরিয়া' তৈরির কাজ চলছে, যাতে যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ইভিএম খারাপ হলে ভোট বন্ধের ডাক সতর্ক করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ এপ্রিল(আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইভিএম বিকল হলে ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। শনিবার মালদার মানিকচকে এক নির্বাচনী সভা থেকে তিনি ভোটারদের সতর্ক থাকার বার্তা দেন।

তিনি বলেন, "যদি ইভিএমে কোনও সমস্যা দেখা যায়, তাহলে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ করুন। নতুন ইভিএম আনার দাবি তুলুন।"

পাশাপাশি গণনার আগে বা চলাকালীন বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়েও সতর্ক থাকতে বলেন তিনি এবং ইভিএম স্ট্রংরুম পাহারা দেওয়ার আহ্বান জানান। বিশেষ করে মহিলাদের এই দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এছাড়া তিনি অভিযোগ করেন, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দিতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, নির্বাচনের আগে বিভিন্ন এলাকায় 'বাইরের লোক' ঢোকানোর চেষ্টা হতে পারে। তিনি ভোটারদের সতর্ক থেকে নজরদারি করার পরামর্শ দেন এবং কেউ অর্থ দিয়ে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে কিনা তা খতিয়ে দেখার কথা বলেন।

রাজনৈতিক আক্রমণ শানিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআইএম) গোপনে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করেছে। "কংগ্রেস বা সিপিআইএম-কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে ভোট দেওয়া," দাবি করেন তিনি।

এদিকে আসন্ন দুই দফার নির্বাচনের জন্য সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ৪০ জন তারকা প্রচারকের তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকার প্রথমে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী।

উল্লেখ্য, আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল রাজ্যে দুই দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ভোটারদের হুমকির অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃণমূল নেতা গ্রেফতার

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থেকে এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকে গ্রেফতার করা হল। নির্বাচন কমিশন-এর নির্দেশে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত হাফিজুল মোল্লা দক্ষিণ ২৪ পরগনার দেউলি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-এর নেতা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ভোটারদের ভয় দেখিয়ে মন্তব্য করেছিলেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, জীবনতলা এলাকায় একটি দলীয় সভায় তিনি বলেন, "ভোটের গণনার পর 'স্টিম রোলার' চলবে।" এই মন্তব্যের ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "২৯ এপ্রিল ভোট এবং ৪ মে গণনা। যারা আমাদের বিরুদ্ধে ভোট দেবে, তাদের বিরুদ্ধে স্টিম রোলার চালানো হবে।"

এই মন্তব্যের পরই নির্বাচন কমিশন তাঁর গ্রেফতারের নির্দেশ দেয় এবং পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেয়।

উল্লেখ্য, এর আগে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরেও কমিশনের নির্দেশে রাজু মন্ডল-কে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। দলের অভিযোগ, সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোই এখন তৃণমূলের একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজেপির দাবি, বাংলার মানুষ দুর্নীতি ও তোষণের রাজনীতি আর মেনে নেবে না এবং আসন্ন নির্বাচনে তার জবাব দেবে।

বিমস্টেকে ভারতের সক্রিয়তা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ: রিপোর্ট

কলম্বো, ৪ এপ্রিল(আইএএনএস): বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে বহুখাতভিত্তিক সহযোগিতা জোরদার করতে বিমস্টেক-কে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখছে ভারত। শুধু আঞ্চলিক জোট নয়, বরং বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এই সংগঠনকে।

শ্রীলঙ্কার সংবাদপত্র-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' এবং 'এলাকা প্রথম' নীতির ভিত্তিতেই বিমস্টেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়ছে। বিমস্টেকের সদস্য দেশগুলি হল বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মায়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং থাইল্যান্ড। এই জোটে প্রায় ১৮০ কোটিরও বেশি মানুষ বসবাস করেন এবং সম্মিলিত জিডিপি প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত এক দশকে বিমস্টেক দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালে যেখানে এই পরিমাণ ছিল ২০ বিলিয়ন ডলার, ২০২৪ সালে তা বেড়ে প্রায় ৪৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এই বাণিজ্য ১০০ বিলিয়ন ডলার ছুঁতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। পেট্রোলিয়াম, ওষুধ, লোহা-ইস্পাত ও বস্ত্রের মতো প্রচলিত ক্ষেত্রের পাশাপাশি এখন ডিজিটাল পরিষেবা, ফিনটেক, নবীকরণযোগ্য শক্তি ও উন্নত উৎপাদন শিল্প গুরুত্ব পাচ্ছে।

শুধু বাণিজ্য নয়, বিমস্টেক দেশগুলিতে বিনিয়োগও বাড়িয়েছে ভারত। অবকাঠামো, শক্তি, যোগাযোগ ও ডিজিটাল রূপান্তরের মতো ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হচ্ছে। যেমন, বাংলাদেশ-এ ৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন, ওষুধ ও লজিস্টিকসে। শ্রীলঙ্কা-য় বন্দর উন্নয়ন, রেল পুনর্বাসন ও শক্তি প্রকল্পে ভারতের অবদান রয়েছে।

প্রতিবেদনটি আরও বলছে, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার করা এবং নিয়মভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে বিমস্টেক ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের এই সক্রিয় ভূমিকা আঞ্চলিক নেতৃত্ব সুদৃঢ় করার পাশাপাশি বাইরের প্রভাব মোকাবিলার কৌশল হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিমস্টেক একটি শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আঞ্চলিক মডেল হয়ে উঠতে পারে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মালদায় মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারের কাছে সন্দেহজনক ড্রোন, তদন্তের নির্দেশ

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (আইএএনএস): মালদার মালতীপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-এর হেলিকপ্টারের কাছে সন্দেহজনক ড্রোন দেখা যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার নির্বাচনী সভা শেষে চপারেতে ওঠার সময় নিজেই ড্রোনটি দেখতে পান মুখ্যমন্ত্রী এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, "এই ধরনের বিষয়ে পুলিশের নজর রাখা উচিত। কারা এটা করেছে, তা খুঁজে বের করতে হবে।"

শনিবার মালদায় তিনটি জনসভা করার কর্মসূচি ছিল তাঁর। মানিকচকের পর মালতীপুরে দ্বিতীয় সভা করেন তিনি। সেখান থেকে গাজোলে যাওয়ার জন্য রওনা দেওয়ার সময় হেলিপ্যাডের সামনে ড্রোনটি উড়তে দেখা যায়। এরপরই তিনি পুলিশকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন।

এদিকে মালতীপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন মৌসুম বেনজির নূর, যিনি সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

সভা থেকে তাঁকে নাম না করে 'বিশ্বাসঘাতক' বলেও আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "মালদার মানুষ বিশ্বাসঘাতকদের কখনও ক্ষমা করবে না। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের পর মালদা থেকে কোনও সাংসদ না থাকায় আমরা এই জেলার প্রতিনিধিকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিলাম। এত সুযোগ পাওয়ার পরও নির্বাচনের ঠিক আগে তিনি দলবিরোধী অবস্থান নিয়েছেন।"

ঘটনাকে ঘিরে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ড্রোনটির উৎস খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে।

নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকার আবেদন, পোস্টারে নিশান্তকে 'ভবিষ্যৎ সিএম' হিসেবে তুলে ধরল জেডিইউ কর্মীরা

পাটনা, ৪ এপ্রিল(আইএএনএস): বিহারের রাজনীতিতে জল্পনা তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার-কে রাজ্যসভার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে পোস্টার দিল জেডিইউ-র কর্মী-সমর্থকরা। শনিবার পাটনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এই পোস্টার দেখা যায়। সেখানে আবেগঘন বার্তায় নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ না ছাড়ার অনুরোধ করা হয়েছে। কর্মী-সমর্থকদের আশঙ্কা, তিনি সরে গেলে রাজ্যে নেতৃত্বের শূন্যতা তৈরি হতে পারে।

একইসঙ্গে পোস্টারগুলিতে তাঁর ছেলে নিশান্ত কুমার-কে 'বিহারের ভবিষ্যৎ মুখ্যমন্ত্রী' হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এই দ্বৈত বার্তা রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে।

এর আগেও নিশান্ত কুমারকে রাজনীতিতে আনার দাবি তুলেছিলেন জেডিইউ কর্মীরা। তবে এবার সরাসরি তাঁকে ভবিষ্যৎ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরা বিষয়টিকে বড় পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, যদি নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়েন, তাহলে জোটের সমীকরণে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র কোনও নেতা সেই পদে বসতে পারেন। তবে জেডিইউ কর্মীরা নেতৃত্ব নিজেদের দলে রাখতে চাইছেন, সম্ভবত নিশান্ত কুমারের মাধ্যমে।

সূত্রের খবর, আগামী ১০ এপ্রিল নীতীশ কুমার রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিতে পারেন। তার পরই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন বলে জোর জল্পনা।

এই সম্ভাবনাকে ঘিরে বিহারে নতুন সরকার গঠন নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। জোটের ভিতরে নেতৃত্ব পরিবর্তন থেকে শুরু করে অন্য দলের মুখ্যমন্ত্রীসব ধরনের সম্ভাবনাই এখন আলোচনায়।

এই পরিস্থিতিতে পোস্টার রাজনীতি নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং বিহারের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

বকেয়া সহ ১২ দফা দাবিতে গণ-ডেপুটেশনে জুটমিল যৌথ আন্দোলন কমিটি। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কিশোর বয়স আর প্রাপ্তবয়স্কদের ব্রণ এক নয়

কিশোর বয়সে মুখে অ্যাকনে বা ব্রণ হয় অনেকেরই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই সমস্যা কেটেও যায়। কিন্তু সকলেই যে ব্রণর হাত থেকে মুক্তি পান এমনটাও নয়। অ্যাকনে বা ব্রণর সমস্যা, অনেককেই প্রায় সারা বছর ভোগাতে দেখা যায়। কিন্তু সব ধরনের ব্রণ এক নয়। কিশোর বয়সের ব্রণ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ব্রণের মধ্যে কারণ, উপসর্গ ও আচরণে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এই দুই ধরনের ব্রণকে একসঙ্গে দেখার ফলে অনেক সময় বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং ভুল চিকিৎসাও হতে পারে। তাই সঠিক ভাবে সমস্যা বোঝা খুবই জরুরি। ১. কিশোর বয়সে ব্রণ কেন হয়?

চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, কিশোরদের ব্রণের প্রধান কারণ হলো বয়ঃসন্ধিকালের হরমোন পরিবর্তন। বিশেষ করে অ্যান্ড্রোজেন হরমোন বেড়ে গেলে ত্বকের সেবেসিয়াস গ্রন্থি অতিরিক্ত তেল উৎপন্ন করে। এর ফলে রোমছিদ্র বন্ধ হয়ে ব্ল্যাকহেড, হোয়াইটহেড ও প্রদাহজনিত ব্রণ তৈরি হয়। সাধারণত কপাল, নাক ও থুতনির টি-জোন অংশে এই ব্রণ বেশি দেখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে পলিসিস্টিক ওভারি ডিজিজ থাকলেও ব্রণ বেশি তীব্র ও জেদি হতে পারে।

২. প্রাপ্ত বয়সে কেন ব্রণ হয়?

প্রাপ্তবয়স্কদের ব্রণ, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে, ভিন্ন ভাবে দেখা যায়। এটি সাধারণত মুখের নীচের অংশ, যেমন - চোয়াল, থুতনি ও গলায় বেশি হয়। এখানে হরমোনের ভূমিকা থাকলেও স্ট্রেস, ঘুমের অভাব এবং মেটাবলিক সমস্যা বড় কারণ হয়ে ওঠে। অনেক সময় এই ব্রণ হঠাৎ শুরু হয়। কেউ কেউ আবার কিশোর বয়স থেকে টানা ভুগতে থাকেন এই সমস্যায়। ৩. ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া- প্রাপ্তবয়স্কদের ব্রণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কম আলোচিত কারণ হলো কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। কর্টিকোস্টেরয়েড, কিছু হরমোনাল থেরাপি, লিথিয়াম বা কিছু ভিটামিন সাপ্লিমেন্টও ব্রণ বাড়াতে পারে। এছাড়া ভারী বা তেলযুক্ত প্রসাধনী ব্যবহার, যা রোমছিদ্র বন্ধ করে দেয়, সেটিও সমস্যা বাড়ায়। একাধিক স্কিনকেয়ার প্রোডাক্ট একসঙ্গে ব্যবহার করলেও ত্বকের অবস্থা খারাপ হতে পারে। ৪. স্কিনকেয়ারের সমস্যা- আরেকটি বড় সমস্যা হলো নিজের মতো করে স্কিনকেয়ার করা। সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ড দেখে অনেকেই অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েটিং অ্যাসিড, রেটিনয়েড বা শক্তিশালী ক্লিনজার ব্যবহার করেন, যা ত্বকের প্রাকৃতিক সুরক্ষা স্তর নষ্ট করে। ফলে ত্বক আরও সংবেদনশীল হয়ে ব্রণ বেড়ে যায়। পরিবেশগত কারণও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। দূষিত বাতাস ত্বকের ওপর জমে প্রদাহ ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেস তৈরি করে, যা ব্রণের ঝুঁকি বাড়ায়। ৫. মুক্তি কী উপায়ে? সবাইকে একই ভাবে চিকিৎসা করা যায় না। বয়স, ব্রণের ধরন ও কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা নির্ধারণ করতে হয়। সাধারণত টপিক্যাল ওষুধ, অ্যান্টি- বায়োটিক বা গুরুতর ক্ষেত্রে আইসোট্রেটিনয়েন ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি সঠিক স্কিনকেয়ার ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনও জরুরি। তবে কোনওটি নিজে ডাক্তারি করে খাওয়া ঠিক নয়। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন, তিনিই পরীক্ষা করে যে ওষুধ দেবেন তা খাওয়াই নিরাপদ।

শ্যাম্পু কি অজান্তেই কেড়ে নিচ্ছে চুলের জেল্লা

সব শ্যাম্পুতেই কম-বেশি রাসায়নিক থাকে। তবে বাজারে এমন কিছু শ্যাম্পু রয়েছে যা স্রেফ কেমিক্যালে ঠাসা। কেনার আগে উপাদানের তালিকায় অবশ্যই নজর রাখুন। চেষ্টা করুন ভেষজ বা প্রাকৃতিক উপাদান বেশি আছে এমন শ্যাম্পু বেছে নিতে। অতিরিক্ত রাসায়নিক মাথার ত্বকের ক্ষতি করার সঙ্গে চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধিও কমিয়ে দেয়।

ঘন, রেশমি একরাশ চুলের স্বপ্ন কে না দেখেন! সেই স্বপ্নের খোঁজে নামী-দামি ব্র্যান্ডের শ্যাম্পু থেকে শুরু করে বিউটি পার্লারের ট্রিটমেন্ট-চেষ্টা তো চলেই। কিন্তু জানেন কি, আপনার এই যত্নই অনেক সময় চুলের বারোটা বাজিয়ে দেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়? ভাবছেন তো কীভাবে? আসলে স্নানের সময় শ্যাম্পু করার এমন কিছু অভ্যেস অনেকের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে, যা উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করে। দামি প্রোডাক্ট মেখেও যখন চুল ঝরছে বা জেল্লা হারাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে গোড়াতেই গলদ থেকে গিয়েছে। শ্যাম্পু করার সময় অজান্তেই কী কী ভুল করেন জেনে নিন। প্রথম সমস্যা হল চুলের প্রকৃতি না বুঝেই যা হোক একটা শ্যাম্পু মাথায় ঢালেন অনেকেই। আপনার বন্ধু বা কোনও বিজ্ঞাপনের চটকদার কথা শুনে শ্যাম্পু কিনলে তা আপনার জন্য হিতে বিপরীত হতে পারে। কারও চুল তৈলাক্ত, কারও আবার শুষ্ক। তাই নিজের চুলের ধরণ বুঝে সঠিক শ্যাম্পু বেছে নেওয়াটা খুব জরুরি। ভুল শ্যাম্পুর ব্যবহারের কারণেই কিন্তু দিনের শেষে চুল পড়ার সমস্যা বাড়ে। সব শ্যাম্পুতেই কম-বেশি রাসায়নিক থাকে। তবে বাজারে এমন কিছু শ্যাম্পু রয়েছে যা স্রেফ কেমিক্যালে ঠাসা। কেনার আগে উপাদানের তালিকায় অবশ্যই নজর রাখুন। চেষ্টা করুন ভেষজ বা প্রাকৃতিক উপাদান বেশি আছে এমন শ্যাম্পু বেছে নিতে। অতিরিক্ত রাসায়নিক মাথার ত্বকের ক্ষতি করার সঙ্গে চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধিও কমিয়ে দেয়। অনেকে মনে করেন যত বেশি শ্যাম্পু ঘষা হবে আর যত বেশি জল দিয়ে ধোয়া হবে, চুল তত পরিষ্কার থাকবে। এই ধারণাটাই ভুল। মাত্রাতিরিক্ত শ্যাম্পু বা ঘনঘন চুলে জল ঢাললে চুলের নিজস্ব তৈলাক্ত ভাব এবং স্বাভাবিক পুষ্টি নষ্ট হয়ে যায়। মনে রাখবেন, শ্যাম্পুর কাজ ময়লা পরিষ্কার করা, কিন্তু সেই টানে যদি চুলের স্বাভাবিক আর্দতা কেড়ে নেওয়া হয়, তবে চুল খসখসে হয়ে যেতে বাধ্য। শ্যাম্পু করার সময় অনেকেই বেশি মনোযোগী হন চুলের ডগার দিকে। কিন্তু ময়লা, খুসকি বা ঘাম জমে থাকে মাথার তালুতে বা স্কাল্পে। ফলে স্কাল্প ঠিকমতো পরিষ্কার না হলে সমস্যা থেকেই যায়। স্নানের সময় আঙুলের ডগা দিয়ে আলতো করে স্কাল্প মাসাজ করে শ্যাম্পু করলে তবেই আসল ফল পাওয়া যাবে। শ্যাম্পু তো করেন, কিন্তু কন্ডিশনার ব্যবহার করেন না? তবে আপনার চুলের যত্ন কিন্তু অর্ধেকই থেকে যাচ্ছে। শ্যাম্পু করার ফলে চুলের রোমকূপগুলো খুলে যায়, কন্ডিশনার সেগুলোকে আর্দতা জোগায় এবং চুলে এক ধরণের সুরক্ষা কবচ তৈরি করে। তাই শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার না ব্যবহার করার ভুলটা আর কখনও করবেন না।

স্নানের প্রতিদিনের রুটিন থেকে এই ছোট ছোট ভুলগুলো মুছে ফেললেই দেখবেন, আপনার চুল হয়ে উঠবে স্বাস্থ্যজ্জ্বল আর ঝলমলে।

পুরুষের হেয়ার কেয়ারে ম্যাজিক দেখাবে চার স্পেশাল তেল

চুলের গোড়ায় সঠিক পুষ্টি পৌঁছে দিতে টি ট্রি অয়েলের জুড়ি মেলা ভার। এতে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান খুশকির সমস্যা গোড়া থেকে নির্মূল করে। ব্যবহার: আলাদা করে সময় না থাকলে আপনার রোজকার শ্যাম্পুর বোতলে ১০-১৫ ফোঁটা টি ট্রি অয়েল মিশিয়ে রাখুন। স্নানের সময় ওই শ্যাম্পু মেখে তিন মিনিট পর ধুয়ে ফেললেই কেল্লাফতে। চল্লিশ পেরোলেই কি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে ভাঁজ পড়ছে? উত্তরটা যদি 'হ্যাঁ' হয়, তবে বুঝবেন সমস্যাটা শুধু বয়সের নয়, আপনার অমূল্য কেশরাশিরও। অনেকেই টাক পড়তে দেখে বাজারচলতি হাজারো কেমিক্যালযুক্ত প্রসাধন মেখে ফেলেন। ফল হয় হিতে বিপরীত। চুলের গোড়া আরও দুর্বল হয়ে গিয়ে অকালপক্কতা বা টাক পড়ার গতি ত্বরান্বিত হয়। তাই কৃত্রিম প্রসাধনী ছেড়ে ভরসা রাখুন প্রকৃতির ওপর। বিশেষ করে এসেনশিয়াল অয়েল পুরুষদের চুলের ভোল বদলে দিতে পারে।

জেরেনিয়াম অয়েল

মাথার ত্বকের পিএইচ ভারসাম্য বজায় রাখতে জেরেনিয়াম তেলের বিকল্প নেই। এর শক্তিশালী অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল গুণ মাথার যে কোনও চুলকানি বা সংক্রমণ নিমেষে কমিয়ে দেয়। ২ চা চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ৫ ফোঁটা জেরেনিয়াম তেল মিশিয়ে মিনিট পনেরো মালিশ করুন।

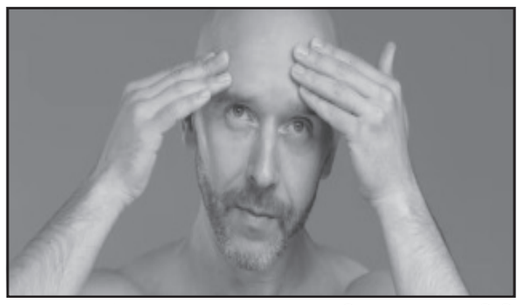

এরপর আধ ঘণ্টা রেখে হালকা কোনও শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। টি ট্রি অয়েল চুলের গোড়ায় সঠিক পুষ্টি পৌঁছে দিতে টি ট্রি অয়েলের জুড়ি মেলা ভার। এতে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান খুশকির সমস্যা গোড়া থেকে নির্মূল করে। আলাদা করে সময় না থাকলে আপনার রোজকার শ্যাম্পুর বোতলে ১০-১৫ ফোঁটা টি ট্রি অয়েল মিশিয়ে রাখুন। স্নানের সময় ওই শ্যাম্পু মেখে তিন মিনিট পর ধুয়ে ফেললেই কেল্লাফতে। পেপারমিন্ট এসেনশিয়াল অয়েল সারাদিনের কাজের চাপ এবং মানসিক দুশ্চিন্তাও কিন্তু চুল পড়ার অন্যতম কারণ। পেপারমিন্ট অয়েল মাথার তালু ঠান্ডা রাখার পাশাপাশি রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। এতে নতুন চুল গজানোর সম্ভাবনা বাড়ে।

ল্যাভেন্ডার অয়েল যাঁদের চুল অত্যন্ত রুক্ষ এবং প্রাণহীন, তাঁদের জন্য ল্যাভেন্ডার অয়েল আদর্শ। এটি চুলে প্রাকৃতিক জেল্লা ফিরিয়ে আনে এবং আর্দতা বজায় রাখে। সপ্তাহে অন্তত তিন দিন নারকেল তেলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ল্যাভেন্ডার অয়েল মিশিয়ে ব্যবহার করলে চুলের হারানো মসৃণতা ফিরে আসবে। মনে রাখবেন, চুলের যত্ন মানেই দামি স্যালন নয়। সামান্য সচেতনতা এবং সঠিক প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহারেই আপনি ফিরে পেতে পারেন আপনার হারানো আত্মবিশ্বাস।

সিম কার্ড কেন নষ্ট হয়ে যায়

কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন, আপনার ফোনে বছরের পর বছর ধরে পড়ে থাকা সিম কার্ডটিরও কি কোনও 'এক্সপায়ারি ডেট' আছে? নাকি ওটা আমৃত্যু আপনার ফোনে এভাবেই কাজ করে যাবে? হঠাৎ একদিন সকালে উঠে যদি দেখেন ফোনে নেটওয়ার্ক নেই বা 'ইনভ্যালিড সিম' দেখাচ্ছে, তবে বুঝবেন বিপদ ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। সিম কার্ড কেন নষ্ট হয়ে যায়? বর্তমান যুগে হাতে একটা স্মার্টফোন আর তাতে সক্রিয় একটা সিম কার্ড না থাকলে জীবন যেন অচল। ব্যাঙ্কের ওটিপি থেকে শুরু করে প্রিয়জনের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ- সবই নির্ভর করে ছোট্ট ওই চিপটির ওপর। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন, আপনার ফোনে বছরের পর বছর ধরে পড়ে থাকা সিম কার্ডটিরও কি কোনও 'এক্সপায়ারি ডেট' আছে? নাকি ওটা আমৃত্যু আপনার ফোনে এভাবেই কাজ করে যাবে? হঠাৎ একদিন সকালে উঠে যদি দেখেন ফোনে নেটওয়ার্ক নেই বা 'ইনভ্যালিড সিম' দেখাচ্ছে, তবে বুঝবেন বিপদ ঘণ্টা বেজে গিয়েছে।

সিম কার্ড কেন নষ্ট হয়ে যায়?

সিম কার্ড মূলত তৈরি হয় প্লাস্টিক দিয়ে, যার মাঝখানে বসানো থাকে একটি সিলিকন চিপ। আপাতদৃষ্টিতে এর কোনও নির্দিষ্ট মেয়াদের কথা কোম্পানিগুলো না বললেও, ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট সময় পর সিম কার্ড নষ্ট হয়ে যায়। এই সিম কার্ড নষ্ট হয়ে যাওয়ার পেছনে মূলত তিনটি কারণ থাকে

আদ্রতা ও জল- ফোনের স্পিকার বা চার্জিং পোর্ট দিয়ে জলীয় বাস্প ঢোকে, আর সেটাই সিম কার্ডের ওপরে থাকা সোনালী অংশে মরচে ধরিয়ে দেয়। ফলস্বরূপ সিমটির নেটওয়ার্ক সিগন্যাল গ্রহণের ক্ষমতা কমে যায়।

বারবার সিম বদলানো — অনেকেই বারবার হ্যান্ডসেট বদলান, আর সেই কারণে সিমকার্ড বারবার খোলা ঢোকানো করতে গিয়ে ঘর্ষণে চিপটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অত্যাধিক তাপ — গেম খেলা বা টানা চার্জে বসিয়ে রাখলে ফোন গরম হয়ে যায়, এবং তার ফলে সিম কার্ডের মধ্যের প্লাস্টিকের কাঠামো এবং ভিতরের চিপের ওপর চাপ পড়ে।

কখন বুঝবেন সিম কার্ডটি বদলে ফেলতে হবে? যদি দেখেন আপনার ফোনে মাঝেমধ্যেই নেটওয়ার্ক উড়ে যাচ্ছে, কথা বলার সময় বারবার কল ড্রপ হচ্ছে বা ইন্টারনেট কানেকশন ধীর হয়ে গিয়েছে তাহলে বুঝবেন সিম কার্ড বদলানোর সময় এসে গিয়েছে।

সমাধান কী? বিশেষজ্ঞে মতে একটি সিম টানা ৮ থেকে ১০ বছর ব্যবহার করা উচিৎ নয়। যদি আপনার সিম অনেক বছরের পুরনো হয়ে থাকে তাহলে সিম কার্ডটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই আপনার পুরনো নম্বর দিয়েই একটি নতুন সিম নিয়ে নিন। এতে আপনার ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বা কন্ট্যাক্ট লিস্ট হারানোর কোনও ভয় থাকেনা। তাই সিম নষ্ট হওয়ার আগেই তা বদলে ফেলা জরুরি।

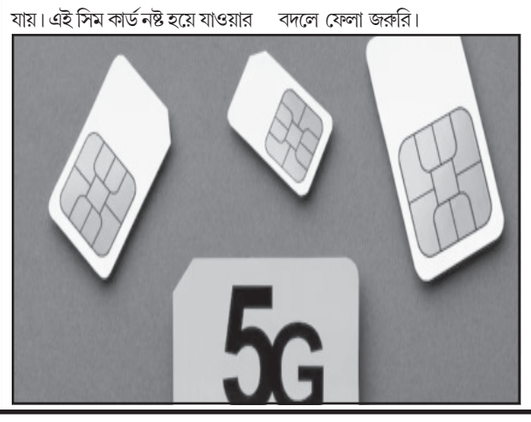

রোজের কিছু অভ্যাস ধীরে ধীরে বারোটা বাজায় আপনার মস্তিষ্কের

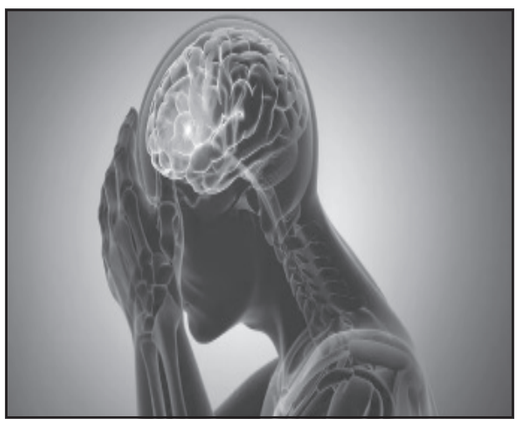

শরীরের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আমরা যতটা সচেতন, ব্রেনের স্বাস্থ্য নিয়ে কিন্তু সচেতনতা তার থেকে অনেকটাই কম। পরে ভাবা যাবে বলে, অনেকেই সমস্যা এড়িয়ে যান। কিন্তু বাস্তবে প্রতিদিনের ছোট ছোট অভ্যাসই ধীরে ধীরে মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে। এগুলো এতটাই স্বাভাবিক যে আমরা অনেক সময় খেয়ালই করি না। আমাদের প্রতিদিনের কোন অভ্যাস দীর্ঘমেয়াদে মস্তিষ্কের উপর প্রভাব ফেলে? ১. ঘুমের অভাব মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে

ঘুম শুধু শরীরকে বিশ্রাম দেয় না, মস্তিষ্কের পুনর্গঠন ও পরিষ্কার করার কাজও করে। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটার কমে যেতে পারে এবং স্মৃতি ও শেখার ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘদিন ঘুমের অভাব মস্তিষ্কের বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করতে পারে। ২. দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, স্মৃতি ও মনোযোগে প্রভাব ফেলে স্ট্রেস এখন আমাদের জীবনের অংশ হয়ে গেছে। কিন্তু যখন এটি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তখন কর্টিসল হরমোন বেড়ে গিয়ে মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে মনোযোগ, একাগ্রতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও স্মৃতি দুর্বল হয়ে পড়ে। ৩. হাই সুগার মস্তিষ্কের বার্ধক্য বাড়ায়- অনেক সময় আমরা হাই সুগার নিয়ে ততটা ভাবি না, যতক্ষণ না সমস্যা গুরুতর হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন রক্তে উচ্চ শর্করার পরিমাণ মস্তিষ্কের কোষের ক্ষতি করে, রক্তপ্রবাহ কমে যায় এবং ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়।

৪. শ্রবণশক্তি কমে গেলে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়ে- শ্রবণশক্তি শুধু শোনার বিষয় নয়, এটি মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখার সঙ্গে জড়িত। শুনতে সমস্যা হলে মস্তিষ্কের ওপর চাপ বাড়ে এবং সামাজিক যোগাযোগ কমে যায়, যা ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। ৫. মস্তিষ্কের পুষ্টি- মস্তিষ্কের সমস্যার জন্য কোনও একক সমাধান নেই, তবে কিছু পুষ্টি উপাদান সহায়ক হতে পারে। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড মস্তিষ্কের কোষের গঠন বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং প্রদাহ কমায়। ক্রিয়েটিন মস্তিষ্কে শক্তি সরবরাহে সাহায্য করে, যা মানসিক চাপের সময় কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়ক। মস্তিষ্কের যত্ন নেওয়া মানে বড় কোনও পরিবর্তন নয়, বরং ছোট ছোট অভ্যাসের প্রতি সচেতন হওয়া। নিয়মিত ভালো ঘুম, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, সুষম খাদ্য ও শরীরের যত্নএই সহজ বিষয়গুলোই দীর্ঘমেয়াদে মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

গরমে ডিম বাঁচানকিভাবে

গরমের দিনে ডিম বাইরে না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাপমাত্রা বাড়লে ডিমের ভেতরে ব্যাকটেরিয়া জন্মানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায়, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। তাই এই মরসুমে ডিম ফ্রিজে রাখাই নিরাপদ। তবে ফ্রিজ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আছে কিছু বিশেষ নিয়ম।

চৈত্রের চড়া রোদ আর প্যাচপ্যাচে গরমে নাজেহাল দশা সকলেরই। এই সময়ে সবথেকে বেশি দুশ্চিন্তা হয় বাজার থেকে আনা খাবার-দাবার নিয়ে। তার মধ্যে প্রোটিনের সবথেকে সস্তা এবং জনপ্রিয় উৎস হল ডিম। কিন্তু মুশকিল হল, গরম বাড়লেই ডিম তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। অনেকেই দ্বিধায় থাকেন যে ডিম ফ্রিজে রাখা উচিত নাকি বাইরে? আবার ফ্রিজে রাখলেও তা ঠিক কোথায় রাখলে বেশিদিন টাটকা থাকবে, সেটা নিয়েও রয়েছে নানা মুনির নানা মত। আপনিও কি এই বিভ্রান্তিতে ভুগছেন? তাহলে জেনে নিন ডিম সতেজ রাখার কিছু মোক্ষম টিপস।

ফ্রিজে না বাইরে? কোথায় থাকবে ডিম?

গরমের দিনে ডিম বাইরে না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাপমাত্রা বাড়লে ডিমের ভেতরে ব্যাকটেরিয়া জন্মানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায়, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। তাই এই মরসুমে ডিম ফ্রিজে রাখাই নিরাপদ। তবে ফ্রিজ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আছে কিছু বিশেষ নিয়ম।

ফ্রিজের দরজায় ডিম? আজই অভ্যাস বদলান অনেকেই ফ্রিজের দরজার তাকেই ডিম সাজিয়ে রাখেন। কিন্তু জানেন কি, এটাই সবথেকে বড় ভুল? ফ্রিজের দরজা বারবার খোলা এবং বন্ধ করার ফলে সেখানকার তাপমাত্রার হেরফের সবথেকে বেশি হয়। এই বারবার তাপমাত্রা বদলানোর ফলে ডিমের গুণমান দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তাই ডিম সবসময় ফ্রিজের মাঝের তাকে রাখুন, যেখানে তাপমাত্রা মোটামুটি স্থির থাকে।

ডিম তাজা রাখবেন কীভাবে?

ডিম শুধু ফ্রিজে ঢোকালিই হবে না, কয়েকটি সহজ পদ্ধতি মানলে তা দীর্ঘক্ষণ সতেজ থাকবে: ডিম রাখার সময় তার সরু অংশটি নিচের দিকে এবং চওড়া অংশটি ওপরের দিকে রাখুন। এতে ডিমের ভেতরের কুসুম বা 'ইওল্ক' একদম স্থির থাকে এবং ডিম সহজে পচে না। বাজার থেকে যে কাগজের ট্রে বা কার্টনে ডিম কেনেন, চেষ্টা করুন সেই অবস্থাতেই ফ্রিজে রাখতে। এটি ডিমকে বাইরের গন্ধ থেকে রক্ষা করে এবং আদ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। অনেকেই ডিম কিনে এনে ধুয়ে ফেলেন। এটি একেবারেই করবেন না। ডিমের খোসার ওপর একটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষামূলক স্তর থাকে। জল দিয়ে ধুলে সেই স্তরটি নষ্ট হয়ে যায়, ফলে খুব সহজেই ব্যাকটেরিয়া ভেতরে ঢুকে ডিম নষ্ট করে দেয়। রান্নার ঠিক আগে প্রয়োজনে ধুয়ে নিতে পারেন। ভালো না পচা? চিনে নিন এক নিমেষে বাজার থেকে আনা সব ডিম যে টাটকা হবে তার গ্যারান্টি নেই। তাই খাওয়ার আগে পরীক্ষা করে নেওয়া জরুরি। একটি গামলা বা বাটিতে জল নিন। তার মধ্যে ডিমটি ছেড়ে দিন। ডিম যদি গামলার তলায় ডুবে যায়, তবে বুঝবেন সেটি একদম টাটকা। যদি ডিমটি জলের ওপর ভাসে, তবে জানবেন সেটি পচে গিয়েছে। তা তৎক্ষণাৎ ফেলে দিন। আর যদি ডিমটি জলের নিচে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে বুঝবেন সেটি খুব বেশি টাটকা না হলেও খাওয়ার যোগ্য। তবে সেটা দ্রুত খেয়ে ফেলাই ভালো। গরমে সুস্থ থাকতে সঠিক পুষ্টির যেমন প্রয়োজন, তেমনি খাবার সংরক্ষণেও সতর্ক হয়ে উচিত। এই ছোট ছোট পদক্ষেপগুলো মেনে চললে আপনার সাধের ডিম থাকবে একদম ফ্রেশ!

ভারতই সেরা

সন্দীপ মজুমদার

দেখিনু সেদিন নিজ নয়নে বিদেশেতে,
জনগণ খুন হইতেছে রাষ্ট্রনেতার হাতে।
জনগণ মরে,
মাথা নত করে,
বিদেশের রাষ্ট্রনেতার পদতলে,
কাঁদতে কাঁদতে পরান ভাসে সাগর অশ্রুজলে।

কষ্ট, দুঃখ, অনাহারনয়নভরা জল,
এমন করিয়া বিদেশেতে মার খায় দুর্বল?
অজানা ছিল আমার,
বিদেশে এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত অনাহার।
ভগবান, দেখাইলে বিদেশে সত্যবাদীর নাই ঠাঁই,
মিথ্যাবাদীর জয় সেথায়, রাষ্ট্রনেতারা বলে তাহারা ভাই।

ভিন্ন বিদেশ মোদের ভারত হতে পুরো,
তবুও কেন ভারতবাসী শান্তি চাই আরও?
পুষ্পে ভরা আমাদের এই দেশ, ইহাই শ্রেষ্ঠ স্থান,
তাই তো ধরিত্রী জুড়ে রয়েছে ভারতের সম্মান।

বিদেশে রক্তাক্ত অশান্তি, নিরীহের মরণ,
অর্থহীন, দীন-দুঃখীর বক্ষে থাকে রাষ্ট্রনেতার চরণ।
আমাদের ভারত শ্রেষ্ঠ দেশ,
নাই কোনরূপ শত্রুতা, নাই দ্বেষ,
নাই রাষ্ট্রনেতার হাতে জনগণের হত্যা।
ভারতবাসীর মনের অধিনায়ক,
তাহার চিরকাল জয় হোক,
সেই মোরা ভারতবাসীর ভাগ্যবিধাতা।

সংবিধান দুর্বল করা ও রাজ্যে অরাজকতার অভিযোগ মমতা সরকারের বিরুদ্ধে: দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করা এবং রাজ্যে অরাজকতা ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুললেন বিজেপি নেতা ও খড়গপুরের প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

শনিবার আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-এর প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "মানুষ দেখছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ও প্রশাসন কতদূর গিয়েছে। তাঁরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছে, প্রধানমন্ত্রীর সামনে কালো পতাকা দেখানো হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনারকেও কালো পতাকা। রাষ্ট্রপতিকে উপেক্ষা ও অপমান করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও মানা হচ্ছে না। আমরা এক দেশ, এক আইন মানি।"

মালদা-কাণ্ড প্রসঙ্গেও সরব হন দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, এই ঘটনায় রাজনৈতিক মদত ও অনিয়ম রয়েছে। তিনি বলেন, "সিবিআই বা ইডি এলেই সক্রিয়তা দেখা যায়। যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা গিয়েছে। আজ কেন গ্রেফতার? কারণ বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। শুধু মালদা নয়, আমরা অনেক দিন ধরেই এই বিষয়ে বলছি।"

ভোটার তালিকা নিয়েও গুরুতর অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, প্রতিটি বুথে ৫০ শতাংশ নাম বাদ পড়েছে এবং প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ যাচাই প্রক্রিয়ায় উপস্থিত হননি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, "এক কোটিরও বেশি ভুয়ো ভোটার রয়েছে, যাদের অনেকেই বিদেশি। এরা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় পাচ্ছে।"

এদিকে মালদা-কাণ্ডে নতুন মোড় এসেছে। শুক্রবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার তদন্তভার জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে তুলে দেন। ইতিমধ্যেই এনআইএ-র একটি দল তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট কড়া অবস্থান নেয়। আদালত জানায়, মালদায় এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত সাতজন বিচার বিভাগীয় আধিকারিককে জিম্মি করে রাখার ঘটনা 'দুঃখজনক'। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজিপি-সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত।

শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সংস্থা যেমন সিবিআই বা এনআইএ-কে দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেয় এবং বিচারকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কথাও বলে। আগামী ৬এপ্রিলেরমধ্যে প্রাথমিকরিপোর্টজমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বালুচিস্তানে আরও এক ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার, পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ মানবাধিকার সংগঠনের

কোয়েটা, ৪ এপ্রিল (আইএএনএস): পাকিস্তানের বালুচিস্তানে আরও এক বালুচ ছাত্রকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠল একটি মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে।

মানবাধিকার সংগঠন বালোচ ইয়াকজেহতি কমিটি (বিওয়াইসি) জানিয়েছে, ১৮ বছরের ছাত্র গোলাম কাদির-এর দেহ ১ এপ্রিল গ্বাদার জেলার পালারি এলাকায় উদ্ধার করা হয়। প্রায় চার মাস আগে তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে দাবি সংগঠনের।

বিওয়াইসি-র অভিযোগ, ২০২৫ সালের ২৪ নভেম্বর গ্বাদারের কোস্ট হাসপাতাল থেকে কোনও আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে তুলে নিয়ে যায়।

এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে সংগঠনটি বলেছে, বালুচিস্তানে দীর্ঘদিন ধরে জোরপূর্বক নিখোঁজ, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও লক্ষ্য করে হামলার ঘটনা ঘটছে। প্রতিদিনই নিখোঁজ ব্যক্তিদের মৃতদেহ উদ্ধার হচ্ছে, যা এক ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ও বিশ্ব সম্প্রদায়কে অবিলম্বে এই পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিওয়াইসি। পাশাপাশি, বালুচিস্তানে চলতে থাকা এই ঘটনাগুলিতে বিশ্ববাসীর নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তারা।

অন্যদিকে, পাক, যা বালুচ ন্যাশনাল মুভমেন্টের মানবাধিকার শাখা, জানিয়েছে যে সাম্প্রতিক সময়ে আরও চারজন সাধারণ নাগরিক, যাঁদের মধ্যে ছাত্রও রয়েছে, জোর করে নিখোঁজ করা হয়েছে।

সংগঠনটি কেচ জেলার তুরবাতের জুসাক এলাকা থেকে করিম নামে এক যুবককে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাদের দাবি, দিনের আলোয় সশস্ত্র ব্যক্তিদের মাধ্যমে অপহরণের ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, যা মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন।

পাক্ক আরও জানিয়েছে, ৩১ মার্চ তুরবাতের মেইন বাজার থেকে শায়হাক রহিম নামে এক ছাত্রকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া ২৮ মার্চ গ্বাদারের পাসনি এলাকা থেকে নূর খান-কে এবং ২০ মার্চ গ্বাদার থেকেই সামীর নামে আর এক ছাত্রকে অপহরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনাগুলির জেরে বালুচিস্তানে ভয় ও দায়মুক্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে দাবি সংগঠনগুলির।

ইরান থেকে ভারতীয়দের সরাতে আর্মেনিয়াকে ধন্যবাদ ভারতের

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ইরান থেকে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদে সরিয়ে আনতে সহায়তার জন্য আর্মেনিয়াকে ধন্যবাদ জানাল ভারত।

শনিবার ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এক্স-এ পোস্ট করে আর্মেনিয়ার বিদেশমন্ত্রী আরারাত মিরজোয়ান এবং সে দেশের সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি লেখেন, ইরান থেকে আর্মেনিয়ার মাধ্যমে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ।

চলমান সংঘাত পরিস্থিতিতে গত কয়েকদিনে ইরান থেকে শতাধিক ভারতীয় নাগরিককে প্রতিবেশী দেশ Armeniaé-তে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখান থেকে তাঁদের ভারতে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এর আগে এই উদ্ধার অভিযানে সহায়তার জন্য আজারবাইজান-কেও ধন্যবাদ জানিয়েছিল ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, মোট ২০৪ জন ভারতীয় ইরান থেকে স্থলপথে আজারবাইজানে পৌঁছেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে দেশে ফিরেছেন, বাকিরাও আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ফিরবেন।

উল্লেখ্য, গত ১৬ মার্চও আর্মেনিয়ার সহায়তায় ৫৫০-র বেশি ভারতীয়কে নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়েছিল।

পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমশ জটিল পরিস্থিতির মধ্যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমন্বয় করে ভারত তার নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার সুবিধা বাড়াতে ৪,৬৬০টি অতিরিক্ত বুথ অনুমোদন ইসির

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোটারদের সুবিধা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কমিশন রাজ্যে ১,২০০-র বেশি ভোটার রয়েছে এমন এলাকায় মোট ৪,৬৬০টি সহায়ক (অক্সিলিয়ারি) ভোটকেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে।

এছাড়াও ভোটারদের সহজে পৌঁছনোর সুবিধার্থে ৩২১টি ভোটকেন্দ্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন সংযোজনের ফলে রাজ্যে মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮৫,৩৭৯টি।

ইসি জানিয়েছে, ২৮ মার্চের একটি চিঠির ভিত্তিতে এই প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করা হয়েছে। সহায়ক ভোটকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ২০২০ সালের 'ম্যানুয়াল অন পোলিং স্টেশন'-এর নির্দিষ্ট নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

কমিশন আরও নির্দেশ দিয়েছে, সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে লিখিতভাবে এই পরিবর্তনের কথা জানাতে হবে। পাশাপাশি কোনও ভোটকেন্দ্রের অবস্থান পরিবর্তন হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিটি ভোটারকে ব্যক্তিগতভাবে তা জানানো বাধ্যতামূলক।

ইসি বলেছে, সহায়ক ভোটকেন্দ্র স্থাপন ও ভোটকেন্দ্র স্থানান্তর সংক্রান্ত বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে, যাতে ভোটারদের কোনও অসুবিধা না হয়।

নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তার দিক থেকেও বড়সড় প্রস্তুতি নিচ্ছে কমিশন। রাজ্যে রেকর্ড সংখ্যক ২.৪ লক্ষ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। পাশাপাশি ভোট গণনা শেষ হওয়ার পরও ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, নির্বাচনের আগে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস-এর নেতাদের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রদান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কমিশন। এই বিষয়ে নিরপেক্ষ পর্যালোচনার জন্য রাজ্যের ডিজিপিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

ডঃ বি.আর.আম্বেদকর মেমোরিয়াল ছাত্রাবাস এবং ছাত্রীনিবাসে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি-২০২৬

ডঃ বি.আর. আম্বেদকর স্মৃতি ছাত্রীনিবাস, জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা এবং ডঃ বি.আর. আম্বেদকর মেমোরিয়াল ছাত্রাবাস, আগরতলা, আই.জি.এম হাসপাতালের বিপরীতে (ছাত-৮০, ছাত্রী-৮০ আসনে) ভর্তির সুযোগ গ্রহনের জন্য আগরতলা এবং নিকটবর্তী এলাকার বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীর অভিভাবকদের কাছ থেকে ভর্তির আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

ইচ্ছুক অভিভাবকগন উপরে উল্লিখিত ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস হইতে ভর্তির দরখাস্ত সংগ্রহ করে বিশদ বিবরন সহ বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মার্কসীট, তপশিলী জাতি সার্টিফিকেট, পি.আর.টি.সি, এবং পারিবারিক রেশন কার্ড-এর প্রত্যায়িত কপি সহ নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে (তপশিলী জাতি কল্যান দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, পন্ডিত নেহরু কমপ্লেক্স, গুর্খাবস্তি, আগরতলা) আগামী **২৯শে এপ্রিল, ২০২৬-এর** মধ্যে ভর্তির দরখাস্ত প্রেরন করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। টেলিফোন নম্বর: (০৩৮১)২৩২-৩৩৬৩, (Hostel Superintendent of Dr.B.R.Ambedkar Smriti Chhatriniwas, Jagannathbari Road, Agartala, Mobile No. 9436922941 & Hostel Superintendent, Dr.B. R. Ambedkar Memorial Chhatrawas, Near IGM Hospital, Agartala, Mobile No. 9774542606)

আহ্বায়ক অধিকর্তা
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

ICA/D-14/26

PNIT NO:- 01/EE/RD/SNMD/2026-27, Dt. 02/04/2026

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 08/04/2026 for 1 (One) no(s). Procurement work amounting to Rs 50,00,000.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-20/26

Executive Engineer
RD Sonamura (Dhanpur) Division
M: 8974406541

NOTICE

Whereas, Smt. Khela Rani Saha, Daily Rated Worker (DRW) posted at Institute for Social Rehabilitation (ISR), Abhoynagar, has been remaining unauthorized absent from her duties continuously w.e.f. 02.12.2025 till date without prior permission or any intimation to the Head of Office or the appropriate authority.

And

Whereas, despite repeated communications and instructions from the office to resume her duties, Smt. Khela Rani Saha has neither reported for duty nor submitted any satisfactory explanation regarding her prolonged absence till date.

Now, therefore, Smt. Khela Rani Saha, DRW posted at ISR, Abhoynagar is hereby asked again to resume her duties within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notice, failing which ex-parte decision in this matter shall be drawn up.

Sd/-
10/4/2026
Director
Social Welfare &
Social Education Department
Government of Tripura

ICA/D-15/26

রাহুল গান্ধীর মঞ্চে সিপিআই(এম) বিদ্রোহী সুধাকরণ বিজয়নের বিরুদ্ধে তোপ

আলাপ্পুঝা (কেরল), ৪ এপ্রিল (আইএএনএস): সিপিআই(এম)-এর বিদ্রোহী নেতা জি. সুধাকরণ শনিবার কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন-এর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী-র উপস্থিতিতে এক নির্বাচনী সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি। চারবারের বিধায়ক এবং আলাপ্পুঝার অন্যতম জনপ্রিয় নেতা সুধাকরণ দাবি করেন, তিনি ১৫ বছর বয়সে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন এবং দীর্ঘ ৬৩ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। বিজয়নের প্রভাব তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ছিলএই দাবি খারিজ করে তিনি বলেন, "১৯৬৭ সালে ত্রাভাঙ্কোর অঞ্চলে বিজয়নকে কেউ চিনত না, তিনি তখন মালাবারের থালাসেরিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন।"

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিআই(এম) তাঁকে কার্যত পাশে সরিয়ে দেয়। এরপর কিছুদিন নীরব থাকলেও চলতি নির্বাচনের আগে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ার ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) তাঁকে সমর্থন জানায়, যার ফলে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে তাঁর এই যৌথ উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সভা থেকে রাহুল গান্ধী বলেন, বামপন্থী আদর্শ দুর্বল হয়ে পড়েছে, যার ফলে সুধাকরণের মতো নেতাদের কংগ্রেসের পাশে দাঁড়াতে হচ্ছে।

এদিকে সুধাকরণ অভিযোগ করেন, তাঁর শহিদ ভাইয়ের আইনি লড়াইয়েও সিপিআই(এম) সরকার কোনও সহায়তা করেনি, বরং তাঁকেই ব্যক্তিগতভাবে সেই লড়াই চালাতে হয়েছে। তিনি দলের প্রবীণ নেতা এ. বিজয়রাঘবন-কেও কটাক্ষ করেন।

আলাপ্পুঝায় এলডিএফের ফল খারাপ হবে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর মতে, সঠিকভাবে প্রচার হলে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ) এখানে এক বা দুইটি আসনে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।

প্রসঙ্গত, এর আগে আলাপ্পুঝার সভা থেকে বিজয়ন সুধাকরণকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে কটাক্ষ করেন এবং ৯ এপ্রিলের নির্বাচনে ভোটাররা উপযুক্ত জবাব দেবেন বলে মন্তব্য করেন।

৫ কেজি এলপিজি সিলিন্ডার কিনতে আর ঠিকানার প্রমাণ লাগবে না: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল(আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। ৫ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার কিনতে আর ঠিকানার প্রমাণপত্র লাগবে না বলে জানাল পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, নিকটবর্তী এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরের কাছ থেকে বৈধ পরিচয়পত্র দেখালেই ৫ কেজির সিলিন্ডার কেনা যাবে। বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিক এবং যাদের স্থানীয় ঠিকানার প্রমাণ নেই, তাদের সুবিধার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত ২৩ মার্চ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫.৭ লক্ষ ৫ কেজির সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে। সম্প্রতি একদিনেই ৭১ হাজারের বেশি সিলিন্ডার বিক্রির রেকর্ড হয়েছে।

মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, দেশে পেট্রোল, ডিজেল বা এলপিজির কোনও ঘাটতি নেই। গুজবের জেরে কিছু জায়গায় পেট্রোল পাম্পে ভিড় দেখা গেলেও আতঙ্কে কেনাকাটা না করার জন্য সাধারণ মানুষকে আবেদন

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA,

Notice inviting e- tender.

PNIe-T- No: 24/EE/DIV-I/AMC/2025-26 **Dated: 01/04/2026**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET NO	Estimated Cost	Earnest Money	Time Of Completion
1	Additional Fund for construction of Huilding/ Drainage/Road/Floor/Covered area Vivekananda Byamagar, Bardowali under West Tripura District **D.N.L.E.T No. 51/EE/DIV-I/AMC/2025-26**	Rs. 4,84,980/-	Rs. 9,700/-	90(Ninety) Days
2	Dev. of gali & drain with necessary allied works pear H/O Mohan Miah to Tushar Alam under Ward No-36, AMC. 2 Call **D.N.L.E.T No. 42/EE/DIV-I/AMC/2025-26**	Rs. 5,13,930/-	Rs.10,279/-	60(Sixty) Days
3	Dev. of gali with necessary allied works at Joypur Uttarpara from Lt Gouranga Das to Lt Abdul Haq Miah via Manomohan Sarkar Ward No-36, AMC 2nd Call **D.N.L.E.T No. 45/EE/DIV-I/AMC/2025-26**	Rs. 5,92,115/-	Rs. 11,842/-	60 (Sixty) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: 07-04-2026 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 07-04-2026 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER
AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

No.F.147/TL/CZ/AMC/2025 **Dated, Agartala, the 20th March, 2026**

NOTIFICATION

In supersession of all previous orders issued in this regard, and in exercise of the powers conferred under the provisions of the Tripura Solid Waste (Management & Handling) Cleanliness and Sanitation Rules, 2019, the Agartala Municipal Corporation Solid Waste Management Regulation, 2017, and the relevant provisions of the Tripura Municipal Act, 1994, the Agartala Municipal Corporation hereby notifies the levy of user charges for collection, transportation, and scientific management of municipal salal waste from all categories of waste generators within its jurisdiction

1. Applicability

This Notification shall apply all categories of waste generators, including hotels, restaurants, commercial establishments, street vendors, market establishments, institutions, and residential premises within the jurisdiction of Agartala Municipal Corporation,

2. User Charges for Commercial Establishments

The following monthly user charges shall be levied:

Sl No.	Type of Establishment	Monthly Charge(Rs)
1	Shopping Malls	15,000/-
2	Large Hotels (≥ 30 rooms), Multi-Cuisine Restaurants, Large Food Courts, Corporate Guest Houses	10,000/-
3	Hotel Restaurants with Bar Facility	15,000/-
4	Medium Hotels (10-29 rooms), Restaurants, Lodges, Instituional Canteens	5,000/-
5	Small Restaurants, Bakeries, Food Joints, Cafes, Smal Guest Houses(≤9 rooms)	1,000/-
6	Sweet Shops (Small/Medium/Large)	300/-, 500/-, 1,000/-
7	Sanitary, Hardware, Paint and Medical Shops	1,000/-
8	Salons/Beauty Parlours (Excluding Spa)	1,000/-
9	Marriage/Banquet Halls (Type A)	10,000/- Per Occasion
10	Marriage/Banquet Halls (Type B)	4,000/- Per Occasion
11	Ashrams with Dining Facility	2,500/- Per Occasion

3. Other Categories

Street Vendors: Rs. 150 per vendor per month

Individual Market Shops (including vegetable, meat, and other similar shops not covered under Category 2): Rs. 150 per shop per month

Institutions: Rs. 500 per institution per month

Residential Premises: Mandatory subscription to the House-to-House Garbage Collection Scheme, as notified separately

4. Conditious of Service

All waste generators shall:

a) Ensure segregation of waste at source in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016;

b) Refrain from littering or disposal of waste in public places, drains, or open spaces;

c) Hand over segregated waste only to authorized personnel of the Corporation;

d) Ensure in-situ processing of biodegradable waste by bulk waste generators, wherever feasible.

e) Cooperate with the Corporation in facilitating daily collection of waste and ensure timely placement of segregated waste for such collection.

5. Payment

User charges shall be payable on or before the 10th day of each month through prescribed modes. A valid receipt shall be obtained and prominently displayed at the premises.

6. Enforcement and Penalty

Non-compliance with the provisions of this Notification shall attract action under the Agartala Municipal Corporation Solid Waste Management Regulation, 2017 and Sections 177(1), 178, 179, 188, and 204 of the Tripura Municipal Act, 1994, including imposition of penalties, suspension or cancellation of trade licence, and recovery of dues as arrears.

7. Implementation

The Municipal Commissioner or any officer authorized by him shall be competent to implement, monitor, and enforce the provisions of this Notification.

This Notification shall come into force with immediate effect or from such date as may be notified separately.

Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

এফসিআরএ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি দূর করা হবে, কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠীর ক্ষতি হবে না: কিরেন রিজিজু

তিরুবনন্তপুরম, ৪ এপ্রিল (আইএএনএস): ফরেন কনট্রিবিউশন (রেগুলেশন) সংশোধনী বিল, ২০২৬ (এফসিআরএ) ঘিরে বিতর্কের মাঝেই আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেন, আইনের বিষয়ে যে কোনও ভুল বোঝাবুঝি দূর করা হবে এবং সরকার এমন কোনও পদক্ষেপ নেবে না যাতে কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সামাজিক সংগঠনের ক্ষতি হয়।

রিজিজু বলেন, "কিছু উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু সবাইকে বলেছি চিন্তার কিছু নেই। আমাদের সরকার সবার জন্য কাজ করে। কোনও ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর করা হবে। খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্বেগও বিবেচনায় নেওয়া হবে।"

তিনি আরও জানান, জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত সংগঠনগুলিকে বিরক্ত করা হবে না। তবে কোনও সংস্থা যদি বিদেশি অনুদান অপব্যবহার করে বা দেশের বিরুদ্ধে কাজ করে, তাহলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র বক্তব্যের উল্লেখ করে রিজিজু বলেন, সরকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিরোধীদের আক্রমণ করে তিনি অভিযোগ করেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-সহ অন্যান্য দল রাজনৈতিক স্বার্থে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। "এই বিষয় নিয়ে আমরা রাজনীতি করব না, কিন্তু বিরোধীরা রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চেষ্টা করছে," বলেন তিনি।

বিদেশি অনুদান প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্পষ্ট করেন, এফসিআরএ-র অধীনে ভারতে আসা সমস্ত বিদেশি অর্থ নিয়ন্ত্রিত হয়। "যদি সেই অর্থ জনকল্যাণে ব্যবহার হয়, তাহলে চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু বেআইনি কাজে ব্যবহার হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে," জানান তিনি।

কেরল সফরে বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে বৈঠকের কথাও তুলে ধরেন রিজিজু। তিনি জানান, ধর্মীয় নেতা ছাড়াও সমাজকর্মী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও চার্চ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।

রাজনৈতিক দায়িত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজেপি নেতা হিসেবে দলের প্রার্থী ও নেতৃত্বকে সমর্থন করা এবং 'বিকশিত কেরলম' ও 'বিকশিত ভারত'-এর ভাবনা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, আগামী ৯ এপ্রিল এক দফায় ভোটগ্রহণ হবে কেরলে এবং ৪ মে ভোটগণনা। বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ শেষ হবে ২৩ মে।

কাঠালিয়ার ভবানীপুর সড়কে নিম্নমানের সংস্কারের অভিযোগ, ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৪ এপ্রিল: দীর্ঘদিনের ভাঙাচোরা অবস্থার পর সংস্কার কাজ শুরু হলেও, কাজের গুণমান নিয়ে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত সীমান্তবর্তী ভবানীপুর এলাকায়।

জানা গেছে, সোনামুড়া-বিলোনিয়া মুখী বাইপাস সড়কের নিদয়া থেকে চাঁনপুর পাড়া হয়ে দক্ষিণে ভবানীপুর পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায় ছিল। খানাখন্দে ভরা এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন ছোট-বড় যানবাহনসহ দূরপাল্লার বাস চলাচলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছিল সাধারণ মানুষকে। বারবার আবেদন জানিয়েও এতদিন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

সম্প্রতি ওই সড়কে কার্পেটিংয়ের কাজ শুরু হয়। তবে মাত্র তিন দিনের মধ্যেই কাজের নিম্নমান স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। শনিবার সকালে কাজের বর্তমান অবস্থা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামের যুবক থেকে বয়স্করা।

এলাকাবাসীর দাবি, সরকার বিপুল অর্থ বরাদ্দ করলেও বাস্তবে নিম্নমানের কাজ করা হচ্ছে। তাঁদের প্রশ্ন, "এই টাকা দিয়ে আরও উন্নত মানের কাজ করা সম্ভব ছিল, তাহলে কেন এমন খারাপ কাজ করা হচ্ছে?"

ঘটনার পর স্থানীয়রা কাঠালিয়া পিডব্লিউডি দপ্তরের আধিকারিক ঝুলন মল্লিককে ফোনে বিষয়টি জানান। অভিযোগ, তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে আসার আশ্বাস দিলেও প্রায় চার ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরও উপস্থিত হননি।

অবশেষে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী পুরো ঘটনার ছবি ও ভিডিও সংবাদমাধ্যমে পাঠান। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সঠিক মান বজায় রেখে পুনরায় রাস্তার কাজ করতে হবে।

তেলিয়ামুড়ায় বিজেপির শক্তি প্রদর্শন, নির্বাচনের আগে উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহ

তেলিয়ামুড়া, ৪ এপ্রিল: ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এই প্রেক্ষাপটে ১১ মহারানী—তেলিয়ামুড়া নির্বাচনী কেন্দ্রে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়ার সমর্থনে চাকমাঘাটে অনুষ্ঠিত হল এক বৃহৎ নির্বাচনী সমাবেশ। জনসমাগম ও শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সমাবেশ ঘিরে বাড়তি রাজনৈতিক গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়।

সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, সাংসদ সম্বিত পাত্র এবং বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী সহ বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব। তাঁদের উপস্থিতি সমাবেশে রাজনৈতিক তাৎপর্য আরও বাড়িয়ে তোলে।

সভামঞ্চ থেকেই শাসকদলের শক্তি প্রদর্শনের ইঙ্গিত মেলে, যখন তিপ্রা মথা ছেড়ে ৩১টি পরিবারের মোট ১০৬ জন ভোটার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেন। মুখ্যমন্ত্রীসহ অন্যান্য নেতারা তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের আগে এই যোগদান স্থানীয় ভোট-সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে।

বক্তব্যে বিজেপি প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়াকে জয়ী করার আহ্বান জানান উপস্থিত নেতারা। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে বিজেপির বিকল্প নেই। একই সুর শোনা যায় কল্যাণী সাহা রায় ও পিনাকী দাস চৌধুরীর বক্তব্যেও। প্রধান বক্তার ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা বিল্লু জমাতিয়াকে "সৎ ও নিষ্ঠাবান যুবক" হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি দাবি করেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে জনজাতি এলাকায় উন্নয়নের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশালগড়ে চুরির ঘটনায় নতুন উদ্বেগ, গ্যাংয়ে মহিলাদের যোগ

আগরতলা, ৪ এপ্রিল: চুরির ঘটনায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বিশালগড়ে। চোরের দলে এবার মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের অভিযোগ সামনে আসায় এলাকায় উদ্বেগ বাড়ছে।

জানা গেছে, বিশালগড় থানা থেকে ঢিলছোঁড়া দূরে রাউৎখলা অটো স্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি দোকানে হানা দেয় চোরের দল। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, মোট পাঁচজন ওই দোকানে প্রবেশ করে, যার মধ্যে দুইজন মহিলা রয়েছে।

অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে দোকানে ঢুকে প্রায় ২ লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় তারা। ঘটনাটি দ্রুত এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। স্থানীয়দের মতে, চোরের দলে মহিলাদের যুক্ত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং এটি অপরাধের নতুন প্রবণতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। পুলিশ ইতিমধ্যে সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তদের শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এই ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

রামচন্দ্র ঘাটে বিজেপির বাজার সভা, উন্নয়ন ইস্যুতে তিপ্রা মথাকে নিশানা প্রার্থী ডেবিট দেববর্মার

খোয়াই, ৪ এপ্রিল: ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে ১২ নং রামচন্দ্র ঘাট আসনে বিজেপি প্রার্থী ডেবিট দেববর্মার সমর্থনে খোয়াইয়ের রতনপুর বাজারে এক বাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রার্থী ডেবিট দেববর্মা, নমিতা দেববর্মা, জনজাতি মোর্চার রাজ্য কমিটির সদস্য রমেন শাওতাল, রামচন্দ্র ঘাট মন্ডল সভাপতি কিশোর দেববর্মা, সঞ্জিত দেববর্মা এবং খোয়াই মন্ডল সভাপতি অনুকূল দাস সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রার্থী ডেবিট দেববর্মা গত পাঁচ বছরে এডিসি এলাকায় কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি বলে অভিযোগ করেন। তিনি তিপ্রা মথার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এলাকায় "নিগ বাণিজ্য" এবং সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।

এছাড়াও তিনি স্থানীয় বিধায়ক রণজিৎ দেববর্মা-র বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, শুধুমাত্র হুমকি-ধমকি দিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে, যা বাস্তবে কোনও কাজে আসবে না। তবে বিজেপি ব্যক্তিগত আক্রমণের রাজনীতি করে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ডেবিট দেববর্মা আরও দাবি করেন, তিপ্রা মথা এই আসনে স্থানীয় প্রার্থী দিতে না পেরে বহিরাগত প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে, যা ভোটারদের প্রতি অবহেলার পরিচায়ক। পাশাপাশি তিনি বলেন, গত সময়ে এলাকায় কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন করা হয়নি।

সবশেষে, তিনি রামচন্দ্র ঘাট আসনের সর্বস্তরের ভোটারদের কাছে আবেদন জানান, যাতে তাঁকে বিপুল ভোটে জয়ী করে উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

মৃত মহিলার বাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী নিহতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার এই পরিবারটির পাশে রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী নিহতের বাড়ি পরিদর্শনের সময় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোহন কিশন সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণও উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, মহকুমা বন আধিকারিক ধীরেন কলই এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোহন কিশন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। মহকুমা প্রশাসনের মাধ্যমে এসডিআরএফ তহবিল থেকে তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। বন দপ্তরের পক্ষ থেকেও ১ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন রাজ্যে উন্নয়নের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পশ্চিমবঙ্গেও একই ধরনের উন্নয়ন সম্ভব বলে তিনি দাবি করেন।

বিপ্লব দেবের কথায়, বিজেপি সরকার এলে পশ্চিমবঙ্গকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। রাজ্যের মানুষ আর অরাজকতা চায় না, তারা শান্তি ও উন্নয়ন চায়। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আসন্ন নির্বাচনে বাংলার মানুষ বিজেপির পক্ষেই রায় দেবে।

তিনি অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি চালাচ্ছেন এবং তার নেতৃত্বে রাজ্যে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

জিরানিয়ায় বামফ্রন্টের

● প্রথম পাতার পর

রাধাচরণ দেববর্মা আরও বলেন, একদিকে রাজ্যজুড়ে শান্তির বার্তা দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে নিজ এলাকায় এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ধরনের কর্মকাণ্ড কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি দাবি করেন, এভাবে ভয় দেখিয়ে মানুষের কণ্ঠ রোধ করা যাবে না।

বর্তমানে এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক

● প্রথম পাতার পর

কার্যকলাপমুক্ত রাখার বিষয়ে ইতিমধ্যেই একমত হয়েছে।

এছাড়া বাণিজ্য ও যোগাযোগ ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব ভারতে পণ্য পরিবহণ আরও সহজ করার বিষয়টি আলোচনায় আসবে। একইসঙ্গে বাংলাদেশের জন্য ভারতীয় বাজারে প্রবেশাধিকারের প্রসার নিয়েও আলোচনা হতে পারে। বঙ্গোপসাগর-কে কেন্দ্র করে বাণিজ্য ও জ্বালানি পরিবহণের বিকল্প রুট তৈরি করাও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে উঠে আসবে, বিশেষ করে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের অস্থিরতার প্রেক্ষিতে।

এছাড়া জল বন্টন ও বাণিজ্য ভারসাম্যের মতো দীর্ঘদিনের ইস্যুগুলিও আলোচনায় থাকবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য ভারত সফরের সময়।

গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানও এই বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। জাল নোট, গরু পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে দুই দেশের মধ্যে এই সহযোগিতা বাড়ানো জরুরি বলে মনে করা হচ্ছে।

কূটনৈতিক মহলের মতে, এই সফর শুধুমাত্র সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়, বরং ভবিষ্যতের দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বন্য হাতির

● প্রথম পাতার পর

দুই সাংবাদি আক্রমণের শিকার হন। অভিযোগ, নরেন চক্রবর্তীকে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয় এবং বেধড়ক মারধর করা হয়।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুঙ্গিয়াকামী এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, যিনি এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করছেন। এদিকে, আসন্ন এ.ডি.সি নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘটনাটি রাজনৈতিক মাত্রা পেতে শুরু করেছে। তিপ্রামথা মনোনীত প্রার্থী উৎপল দেববর্মা সহ দলের কর্মী-সমর্থকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সহমর্মিতা জানান, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পথ অবরোধ অব্যাহত রয়েছে এবং পরিস্থিতি থমথমে। এই মর্মান্তিক ঘটনা আসন্ন স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলবে, এখন সেটাই বড় প্রশ্ন।

বিচারব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের 'ইস্পাত কাঠামো' আখ্যা, 'টেন সি' মডেল তুলে ধরলেন বিচারপতি ভট্টি

আগরতলা, ৪ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এস. ভেঙ্কটনারায়ণা ভট্টি শনিবার ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত ১২তম বার্ষিক বিচারক সম্মেলনে বিচারব্যবস্থাকে ভারতীয় গণতন্ত্রের "ইস্পাত কাঠামো" হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বিচারিক কর্মকর্তাদের সততা, স্বচ্ছতা এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ বজায় রেখে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

নিজের বক্তব্যে বিচারপতি ভট্টি জেলা আদালতে কর্মজীবনের শুরুর অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, সেই সময়ে অর্জিত প্রক্রিয়াগত আইন, মৌলিক আইন এবং বিচারিক প্রয়োগের নীতিগুলি আজও সর্বোচ্চ আদালতে তার কাজকে পরিচালিত করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তুলতে ট্রায়াল কোর্টের বিচারকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ত্রিপুরার বিচারিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মের আইনজীবীদের গড়ে তোলা এবং রাজ্যের বিচারব্যবস্থার ভিত্তি মজবুত করার ক্ষেত্রে তাদের "সমান, যদি না আরও বেশি দায়িত্ব" রয়েছে। বিচারক সম্মেলনকে কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, আত্মসমালোচনা, বিশ্লেষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করারও আহ্বান জানান তিনি।

বিচারপতি ভট্টি বিচারিক পরিষেবাকে "ক্ষমতা প্রয়োগ নয়, বরং এক গম্ভীর দায়িত্ব" বলে উল্লেখ করেন। তিনি 'টেন সি' কাঠামোর কথা তুলে ধরে সতর্ক করেন "বিষাক্ত সি"গুলির বিরুদ্ধে, যেমন বিভ্রান্তি, জাতপাত বা ধর্মীয় পক্ষপাত, দুর্নীতি, যোগসাজশ, আত্মতুষ্টি এবং চাপের কাছে আত্মসমর্পণ। তিনি বলেন, ভয় বা প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার করলে বিচারব্যবস্থার মূল ভিত্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

একই সঙ্গে তিনি দুটি মূল নির্দেশক নীতি-সংবিধান ও নিজের বিবেক অনুসরণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই দুই মানদণ্ডের সঙ্গে নিজেদের কাজকে মিলিয়ে দেখার পরামর্শ দেন তিনি। ত্রিপুরার বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই নীতিগুলি মেনে চললে জনসাধারণের বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হবে।

অন্যদিকে, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এম. এস. রামচন্দ্র রাও বিচারিক কর্মকর্তাদের দ্রুত রায় প্রদানের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, রায় দিতে বিলম্ব হলে বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা কমে যেতে পারে। তাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, আইনজীবীদের ভুল বা ত্রুটি যেন কোনো মামলার ফলাফলে প্রভাব না ফেলে, সে বিষয়ে বিচারকদের সতর্ক থাকতে হবে। তথ্য ও আইনের নিজস্ব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ ও যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

বাহ্যিক প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করে তিনি বলেন, প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিবেদন দেখে নয়, বরং আদালতে উপস্থাপিত প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠিত আইনি নীতির ভিত্তিতেই বিচার হওয়া উচিত।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি টি. অমরনাথ গৌড়, বিচারপতি এস. এফ. পুরকায়স্থ, বিচারপতি বিশ্বজিৎ পালিত, ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রতন দত্ত, ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সিনিয়র অ্যাডভোকেট বি. এন. মজুমদার, অ্যাডভোকেট জেনারেল শক্তিময় চক্রবর্তীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এলডিএফ - ইউডিএফ

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের বাইরে তারা একই অবস্থানে দাঁড়ায় এবং বিজেপিকে নিশানা করতে একজোট হয়।

তাদের আক্রমণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নয়, ভয়ের কারণে, বলেন প্রধানমন্ত্রী, এবং দুই জোটের মধ্যে "গোপন বোঝাপড়া" থাকার অভিযোগ তোলেন। আইনশৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি দুই জোটের বিরুদ্ধে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির স্বার্থে বিভাজনমূলক শক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ আনেন। মুন্নাম্বমের ঘটনাকেও তিনি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

সাবরিমালা মন্দির ইস্যু নিয়েও তিনি এলডিএফ ও ইউডিএফ-কে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, মন্দির পরিচালনায় অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম হয়েছে এবং পবিত্রতার সুরক্ষা দিতে দুই শাসনই ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন সহ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে কংগ্রেস ও বামপন্থীদের "ভুল তথ্য ছড়ানোর" অভিযোগও তোলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, মিথ্যা প্রচার এখন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

'দ্য কেরালা স্টোরি' নিয়ে বিতর্কের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এমন বয়ান তৈরি করা হচ্ছে। এনডিএ-কে বিকল্প হিসেবে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী কেরালার সাংস্কৃতিক শক্তির ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন উন্নয়ন মডেলের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, যা ৫০ বছরে সম্ভব হয়নি, আমরা পাঁচ বছরে তা করার চেষ্টা করব, এটিই মোদি গ্যারান্টি।

ভাষণের শেষে আসন্ন ইস্টার ও বিষু উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। মালয়ালম ভাষাকে "সুন্দর ভাষা" বলে প্রশংসা করে তিনি বলেন, নিজে ভাষাটি বলতে না পারলেও হিন্দিতে দেওয়া তাঁর ভাষণ মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন উপস্থিত জনতা।

বামপন্থী আদর্শ দুর্বল

● প্রথম পাতার পর

নেওয়ার পর সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত হন। পরে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ তাঁকে সমর্থন করে।

রাহুল গান্ধী আরও অভিযোগ করেন, কেরলের বাম রাজনীতিতে একটি "গোপন সাম্প্রদায়িক শক্তি" প্রভাব ফেলছে এবং রাজনৈতিক টিকে থাকার জন্য নেতৃত্বের একাংশ বিজেপি-আরএসএসের সঙ্গে আপস করতে রাজি। এর ফলে দলের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে বলেও দাবি তাঁর।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন-কে একসঙ্গে আক্রমণ করে রাহুল বলেন, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে তারা সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। "যখন নেতারা ভাবতে শুরু করেন ক্ষমতা তাঁদের নিজের, তখনই মানুষের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়," মন্তব্য তাঁর।

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, কেরলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে তাঁর নীরবতা প্রমাণ করে বিজেপি বামকে জাতীয় পর্যায়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে না। "তাদের আসল লড়াই কংগ্রেস ও ইউডিএফ-এর সঙ্গে," দাবি রাহুলের।

রাজ্যের শাসনব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা করে তিনি মাদক সমস্যা, কৃষি সংকট ও বেকারত্ব বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তোলেন। পাশাপাশি নারকেল ছোবড়া শিল্প (কোয়ার) ও ধানচাষের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও বাম সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

ইউডিএফ-এর প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে রাহুল জানান, ক্ষমতায় এলে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাসযাত্রা, কলেজ পড়ুয়াদের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা ভাতা, ৩,০০০ টাকা সামাজিক পেনশন এবং পরিবারপিছু ২৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমা চালু করা হবে।

আলাপ্পুঝার সভার পর তাঁর কোচি ও ইডুক্কিতে প্রচার করার কথা রয়েছে। আগামী ৯ এপ্রিল ১৪০টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে কেরলে।

মুখ্যমন্ত্রী এখনও প্রকৃত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি

● প্রথম পাতার পর

অপমান করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এদিন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নাম উল্লেখ করে প্রদ্যোত বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এখনও প্রকৃত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হননি। এবার তিপ্রাসা সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে সেই চ্যালেঞ্জ সামনে আনবে। তবে তিনি বিজেপির কয়েকজন নেতার প্রশংসাও করেন এবং বলেন, দলের মধ্যে ভালো মানুষ রয়েছেন, কিন্তু কিছু ভিন্ন মতাদর্শের প্রভাব পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে।

বিএসএফের তৎপরতায় রক্ষা পেল

● প্রথম পাতার পর

সকাল প্রায় ৯টা ৩০ মিনিট নাগাদ জলাবস্তি থেকে চাওমানুর উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া একটি জিপ (নং টিআর০১৪৪৮৯) পিচ্ছিল রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘটনাটি ঘটে বিএসএফের ৩৩ ব্যাটালিয়নের জলাবস্তি বিএসএফ বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি)-এর দায়িত্ব এলাকায়, পানিসাগর সেক্টরের অন্তর্গত।

ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার উদ্ধারকারী দল পাঠান। দ্রুত অভিযান চালিয়ে গাড়িতে থাকা সকল যাত্রীকে নিরাপদে বের করে আনা হয়। এই দুর্ঘটনায় মোট ১১ জন আহত হন, যাদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা এবং ছয়জন পুরুষ রয়েছেন। আহতদের দ্রুত ছাওমনু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। বিএসএফ জওয়ানদের দ্রুত এবং সমন্বিত পদক্ষেপের ফলেই বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

গন্ডাছড়ায় নির্বাচনী সভায়

● প্রথম পাতার পর

মাটি সরে যাচ্ছে। তাই হতাশায় ভুগছে এই আঞ্চলিক দল।

এদিন নাম না করে তিনি বলেন, সিপিএমের কায়দায় সন্ত্রাস, হামলা, হুজ্জুতি করে রাজনীতি করছে মথা যা জনগণ কোনভাবেই মেনে নেবে না।

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী জনজাতিদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন।

দুর্ঘটনায় আহত ৬ পুলিশকর্মী

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তাঁদের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরবর্তীতে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা সংকটজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য স্পষ্ট নয়।

ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

নারকেলকুঞ্জের জলাশয় থেকে

● প্রথম পাতার পর

গিয়েছিল। সে এনআইটি আগরতলার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। গতকাল সেখানে তাঁরা রাত্রি যাপন করেন। আজ সকালে স্নান করতে গিয়ে জলাশয়ে তলিয়ে যায় অভিনব সিং। সাথে সাথে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে জলাশয়ে তল্লাশি শুরু হয়। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর এইচডিআরএফ তৎপরতায় আগরতলার এনআইটি-এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

মুখ্যসচেতকের বিরুদ্ধে সাইবার

● প্রথম পাতার পর

কয়েকদিন ধরে বিভ্রান্তিকর ও মানহানিকর পোস্ট করা হচ্ছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে সাইবার থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। তদন্তে নেমে পুলিশ তেলিয়ামুড়া এলাকার দুই যুবকদ্বীপ নাথ ভৌমিক ও সন্দীপন চক্রবর্তীকে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে শনাক্ত করেছে। এই মামলার তদন্তকারী অফিসার, সাব-ইন্সপেক্টর মৌসুমী দত্ত শনিবার অভিযুক্তদের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের চেষ্টা করেন। তবে সেখানে গিয়ে কাউকেই পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে বিধায়িকার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে পোস্ট করা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট আইনি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি জারি রয়েছে। প্রসঙ্গত, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে মানহানিকর পোস্টের ঘটনায় প্রশাসন কড়া অবস্থান নিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে।

তিন দিনের বিশেষ সংসদ

● প্রথম পাতার পর

পাঁচ গুণ বেশি আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। কৃষকদের জন্য ১৩,০০০ কোটি টাকার সহায়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন, যার মধ্যে রাবার চাষিরাও উপকৃত হয়েছেন।

উত্তর-পূর্বের খ্রিস্টান অধ্যুষিত রাজ্য এবং গোয়ায় এনডিএ-র উন্নয়নের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, কেরলেও একই ধরনের অগ্রগতি সম্ভব। দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা এবং যুবকদের বাইরে চলে যাওয়ার প্রবণতাকে রাজ্যের অগ্রগতির প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি ভোটারদের এলডিএফ ও ইউডিএফদুই জোটকেই প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানান।

এদিকে, লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করতে ১৬, ১৭ ও ১৮ এপ্রিল তিন দিনের বিশেষ সংসদ অধিবেশন ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শনিবার তিনি জানান, চলতি বাজেট অধিবেশন তিন দিন বাড়িয়ে এই বিশেষ বৈঠকে নারী সংরক্ষণ আইনের বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যাতে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকেই তা কার্যকর করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। "২০২৯ লোকসভা নির্বাচন থেকে সংসদের ৩৩ শতাংশ আসনে আমাদের মা-বোনেরা বসবেনএই লক্ষ্যেই আমরা এগোচ্ছি," বলেন তিনি।

এই বিশেষ অধিবেশনের দুটি প্রধান লক্ষ্যও তুলে ধরেন মোদী। প্রথমত, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল রাজ্যগুলির লোকসভা আসন কমে যাওয়ার আশঙ্কা দূর করতে আইনগত নিশ্চয়তা দেওয়া। এই প্রসঙ্গে তিনি কেরল, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও গোয়ার উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয়ত, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি 'অতিরিক্ত আসন' হিসেবে তৈরি করার পরিকল্পনা বিবেচনা করা হচ্ছে। এতে লোকসভা ও বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা বাড়তে পারে, ফলে বর্তমান প্রতিনিধিত্ব বজায় রেখেই মহিলাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে। তিনি বিরোধী দলগুলির কাছে সর্বসম্মত সমর্থনের আবেদন জানান এবং বলেন, প্রায় ৪০ বছর ধরে মহিলাদের এই অধিকার ঝুলে রয়েছে, আর দেরি করা উচিত নয়। প্রধানমন্ত্রী দেশজুড়ে মহিলাদেরও এই বিল পাশ করাতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে বিশেষ অধিবেশনে নারী সংরক্ষণ বিল পাশ হয়েছিল, তবে তা কার্যকর করা জনগণনা ও ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এবার সেই প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রস্তাবিত এই পদক্ষেপ কার্যকর হলে দেশের আইনসভায় মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

াঙ্গন

শিরোপার লড়াইয়ে আজ মুখোমুখি জয়নগর-শতদল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের রিটার্ন লিগের শেষ তথা পঞ্চম রাউন্ডের হাইভোল্টেজ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামীকাল। এমবিবি স্টেডিয়ামে এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হবে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব এবং শতদল সংঘ। টুর্নামেন্টে উভয় দলেরই এটি দশম তথা শেষ ম্যাচ।এখন পর্যন্ত খেলা ৯টি ম্যাচের মধ্যে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ২৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। প্রথম পর্বে দুর্দান্ত শুরু করলেও শেষ ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের কাছে ৬৬ রানে পরাজিত হতে হয়েছে তাদের। অন্যদিকে, এখন পর্যন্ত খেলা ৯টি ম্যাচের মধ্যে শতদল সংঘ ৩০ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে এবং এককভাবে শীর্ষে অবস্থান করছে। তবে ৯ নম্বর ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাবের কাছে ৪ উইকেটে হেরে কিছুটা চাপে রয়েছে। ফলে আগামীকালের ম্যাচটি দুই দলের জন্যই মর্যাদার লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে।প্রথম লিগের সাক্ষাতে শতদল সংঘ ৩ উইকেটে জয়নগরকে হারিয়েছিল। রিটার্ন লিগে জয়নগরের সামনে এখন সেই হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ। জয়নগর তাদের গত ৯টি ম্যাচের মধ্যে হার্ভে ক্লাব, সংহতি এবং ব্লাড মাউথের বিরুদ্ধে বড় জয় পেলেও স্ফূলিঙ্গ ও শতদলের কাছে হোঁচট খেয়েছে। অন্যদিকে, শতদল সংঘ প্রথম থেকেই দাপুটে পারফরম্যান্স দেখালেও শেষ ম্যাচে এসে ছন্দপতন ঘটেছে।আগামীকালের ম্যাচে জয়নগরের হয়ে বড় ভরসা অধিনায়ক রজত দে, ঋতুরাজ ঘোষ রায়, বিক্রম দেবনাথ এবং বোলার পারভেজ সুলতান। অন্যদিকে, শতদল সংঘের জয়ের চাবিকাঠি হতে পারেন অধিনায়ক ভিকি সাহা, দিপজয় দেব, তন্ময় ঘোষ এবং ওঙ্কার যাদব।এক নজরে দুই দল:জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব: রজত দে (অধিনায়ক), ঋতুরাজ ঘোষ রায়, বিক্রম দেবনাথ, নিরুপম সেন, ধনঞ্জয় যাদব, সানি সিং ও পারভেজ সুলতান।শতদল সংঘ: ভিকি সাহা (অধিনায়ক), দিপজয় দেব, তন্ময় ঘোষ, ওঙ্কার যাদব, দেব বার্নালে, অর্জুন দেবনাথ ও নিরঙ্কার শর্মা। এমবিবি স্টেডিয়ামের উইকেটে দুই শক্তিশালী দলের এই লড়াই ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে। শেষ পর্যন্ত কারা জয়ের হাসি হাসে, এখন সেটাই দেখার।

বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে আজ মুখোমুখি হার্ভে - ব্লাডমাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আসর এখন শেষ লগ্নে। রিটার্ন লিগের পঞ্চম তথা শেষ রাউন্ডের ম্যাচে আগামীকাল (৫ এপ্রিল) পিটিএজি গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হতে চলেছে হার্ভে ক্লাব এবং শক্তিশালী ব্লাড মাউথ ক্লাব। চলতি আসরে এটি দুই দলেরই দশম তথা শেষ ম্যাচ।পয়েন্ট তালিকার দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, ৯ ম্যাচ শেষে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। অন্যদিকে, সমান সংখ্যক ম্যাচে মাত্র ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তালিকার পঞ্চম স্থানে রয়েছে হার্ভে ক্লাব।হার্ভে ক্লাবের যাত্রা এবার খুব একটা মসৃণ হয়নি। প্রথম লিগে শতদল সংঘ, জেসিসি ও স্ফুলিঙ্গের কাছে পরাজয়ের পর ব্লাড মাউথের কাছেও তারা ৫ উইকেটে হেরেছিল। মাঝে সংহতির বিরুদ্ধে একটি ম্যাচ বৃষ্টির কারণে ভেস্তে যাওয়ায় ২ পয়েন্ট পেয়েছিল সাহিল সুলতানের দল। তবে গত ৩ এপ্রিল শেষ ম্যাচে তারা ২ উইকেটে জয় পায় সংহতি ক্লাবের বিরুদ্ধে। আগামীকাল অধিনায়ক সাহিল সুলতান, অনুরাগ রঘুবংশী ও রানা দত্তদের লড়াই হবে মানসম্মান রক্ষার ও শেষটা জয় দিয়ে রাঙানোর।অন্যদিকে, শিরোপার দৌড়ে থাকা ব্লাড মাউথ ক্লাব রয়েছে দারুণ ফর্মে। প্রথম লিগে হার্ভের বিরুদ্ধে জয়ের পাশাপাশি রিটার্ন লিগে তারা সংঘতিকে ২৬০ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে। গত ৩ এপ্রিল শেষ ম্যাচেও তারা ৪ উইকেটে পরাজিত করেছে সাতদল সংঘকে। মনিষঙ্কর মুরাসিং, বিক্রম কুমার দাস ও অমিত আলীদের নিয়ে গড়া ব্লাড মাউথ আগামীকাল জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইবে।কালকের নজরে যারা:হার্ভে ক্লাব: সাহিল সুলতান (অধি:), অনুরাগ রঘুবংশী, অর্কপ্রভ সিনহা, সন্দীপ সরোজ, রানা দত্ত, আকাশ যাদব ও সৌরভ সাহানি।ব্লাড মাউথ ক্লাব: মনিষঙ্কর মুরাসিং, বিক্রম কুমার দাস, উদীয়ান বোস, অমিত আলী ও দীপ্তনু চক্রবর্তী। আগামীকাল সকাল থেকেই পিটিএজি গ্রাউন্ডে শুরু হবে এই রুদ্ধশ্বাস লড়াই। শেষ হাসি কে হাসবে, সেদিকেই নজর থাকবে ত্রিপুরার ক্রিকেট মহলের।

সাব্রুমে পূর্ণেন্দু স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অনিয়মের অভিযোগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন অনুমোদিত সাবরুম ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে পূর্ণেন্দু বিকাশ দত্ত মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলছে সাবরুম কলেজ সংলগ্ন স্টেডিয়ামে। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ঘিরে বিভিন্ন অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।টিসিএ অনুমোদিত সাব্রুম ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলো সাব্রুম প্রগতি সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে টিম ম্যানেজারসহ প্লেয়াররা। জানা যায় গত ২৭ মার্চ টুর্নামেন্টে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে প্রগতি সংঘ ক্লাব বনাম সাতচাঁদ সমাজ শিক্ষা ক্লাব। এদিনের এই টুর্নামেন্ট নিয়ে শনিবার খেলা চলাকালীন সময়ে টিসিএ অনুমোদিত সাবরুম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে প্রগতি সংঘ ক্লাবের ম্যানেজার জানান গত ২৭ তারিখ প্রগতি সংঘ ক্লাব ও সাতচাঁদ সমাজ শিক্ষা ক্লাবের মধ্যে সুপার ডিভিশন ম্যাচে সাতচাঁদ সমাজ শিক্ষা ক্লাব রেজিস্ট্রেশনের বাইরে অর্থাৎ টিসিএ এর গাইড লাইন অনুযায়ী ১৫ জনের যে রেজিস্ট্রেশন হয় তার বাইরে সমাজ শিক্ষা ক্লাবের পক্ষ থেকে দেবজিৎ দত্তের রেজিস্ট্রেশন করা ছিল।কিন্তু সমাজ শিক্ষা ক্লাবের পক্ষ থেকে মাঠে নামানো হয় ইয়াস দত্তকে।প্রগতি সংঘের অভিযোগ টিসিএ অনুমোদিত সাবরুম ক্রিকেট এসোসিয়েশন কি করে গাইড লাইনের বাইরে রেজিস্ট্রেশন করা ছাড়া এই ক্রিকেটারকে মাঠে খেলার অনুমতি দিল। তা নিয়ে শনিবার মাঠে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এবিষয়ে প্রগতি সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে সমাজ শিক্ষা ক্লাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে এবং মাঠে উপস্থিত থাকা টিসিএ পরিচালিত সাবরুম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের যে সকল কর্মকর্তারা রয়েছেন দায়িত্বে তারা কিভাবে তাদের নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারল না। সেই বিষয় নিয়ে শুরু হয় ঝামেলা। এবিষয়ে এর আগে সাবরুম ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে লিখিতভাবেও জানানো হয়েছিল প্রগতি সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার কোনো সুরাহা হয়নি। তাদের আরো অভিযোগ দুদিন লাগাতার বৃষ্টির কারণে খেলা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।এই খেলা বন্ধের কারণে এবং রেজিস্ট্রেশন ছাড়া যে প্লেয়ারকে দিয়ে খেলা হয়েছিল সেই প্লেয়ার অধিক রান করায় জয়ী হয়ে গিয়েছিল ২৭ তারিখের ম্যাচটি সাতচাঁদ সামাজ শিক্ষা ক্লাব।আর এই সুপার ডিভিশন থেকে ছিটকে যায় প্রগতি সংঘ এবং তারা জোরালো দাবি তোলে যে সাবরুম ক্রিকেট এসোসিয়েশন সম্পূর্ণভাবে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট গুলি চালাতে ব্যর্থ। কেননা সেখানে প্লেয়ারদের জন্য মাঠে কোন বসার জায়গাও ঠিকভাবে করা হয়নি।এমনকি বৃষ্টি আসলে প্লেয়াররা মাঠে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে হয়। সব মিলিয়ে সাব্রুম ক্রিকেট এসোসিয়েশনের ব্যর্থতার কথাই এখন সাব্রুম মহকুমার ক্রিকেট প্লেয়ারদের মধ্যে প্রতিনিয়ত শোনা যাচ্ছে।

বিলোনিয়া সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে সহজ জয়ে অভিযান আরসিসির

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হল সীমিত ওভারের সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। মোট চারটি দলকে নিয়ে আয়োজিত এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম দিন শনিবার উত্তর বিলোনিয়া মাঠে সুচি অনুযায়ী মুখোমুখি হয় আরসিসি ও রাধানগর। জয় দিয়ে নিজেদের অভিযান শুরু করার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই দুটি দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত সহজ জয়ের তকমা নিয়ে মাঠ ছাড়ে আরসিসির ক্রিকেটাররা। সকালে রাধানগর টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ছয় জন ব্যাটসম্যান কে হারিয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ২৮ রানের সাহায্যে মাত্র ৬৬ রান তুলতে সক্ষম হয়।ইনিংসে ব্যাট হাতে নিয়ে সর্বোচ্চ শূন্য রান করে সোনালী বিশ্বাস।জয়ী আরসিসি বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক দুটি উইকেট পেল রিয়া মিত্র। রাধানগরের ব্যাটিং লড়াই ৬৬টি রানে শেষ হয়ে যাওয়ায় জয়ের জন্য আরসিসির প্রয়োজন হয় মাত্র ৬৭ রান। সহজ এই লক্ষ্যমাত্রা কে সামনে রেখে ওপেনিং জুটিতে ব্যাট হাতে নিয়ে নামে পম্পা দাস ও প্রতিমা মজুমদার। ইনিংসে প্রতিমা সাত রানে সাজ ঘরে ফিরে গেলেও ওপেনিং ব্যাটসম্যান পম্পার অপরাজিত ৯ রানে ও রিয়া মিত্র অপরাজিত ৩৭ রান করে ৭২ রান তুলে দলকে সহজ জয় এনে দেয়। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে সোনাপুর ও আই সি নগর।

কাতলামারার পাশাপাশি মতিনগর একাডেমির কাজল স্মৃতি ফুটবলের কো: ফাইনাল নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে মতিনগর ক্রীড়া একাডেমী। হারিয়েছে আগরতলার ডন বসকো স্কুল দলকে। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৪ কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের। গ্রুপ লীগের খেলায় তাদের আরও একটি ম্যাচ বাকি থাকলেও ইতোমধ্যে পরপর দুই ম্যাচে জয়ী হয়ে মতিনগর ক্রীড়া একাডেমী কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ শনিবার বেলা দুইটাই দিনের প্রথম খেলায় মতিনগর ক্রীড়া একাডেমী চার গোলের ব্যবধানে ডন বসকো স্কুল দলকে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল দুই গোলে এগিয়ে ছিল। বিজয়ী দলের পক্ষে তুষার সরকারের হ্যাটট্রিক বেশ উল্লেখযোগ্য। খেলা শুরুতে ২ মিনিটের মাথায় তুষারের প্রথম গোল। ১০ মিনিট বাদে আরও একটি গোল করে তুষার ব্যবধান বাড়িয়ে নেয়। প্রথমার্ধের পরবর্তী সময় আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে কেটে গেলেও দ্বিতীয়ার্ধ শুরুতে পাঁচ মিনিটের মাথায় আশিস মিয়া আরেকটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে ৩-০ করে নেয়। অতঃপর ৬ মিনিট বাদে তুষার আরও একটি গোল করলে ব্যবধান চার-শূন্য হয়। পাশাপাশি তুষারের হ্যাটট্রিক দর্শকদের নজর কেড়েছে। উল্লেখ্য, গ্রুপ-এ থেকে কাতলামারা হাই স্কুলও ইতোমধ্যে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলার শেষ দিনে মতিনগর ক্রীড়া একাডেমী এবং কাতলামারা স্কুলের ম্যাচ রয়েছে। এতে যে দল জয়ী হবে তারাই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এর স্বীকৃতি পাবে। উল্লেখ্য, আজকের খেলায় বিজয়ী মতি নগর ক্রীড়া একাডেমির পক্ষে জসিম মিয়া খেলার শুরুতে তিন মিনিটের মাথায় খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি হলুদ কার্ড দেখান।

হায়ুং দেববর্মার হ্যাটট্রিক, এডি নগরকে হারিয়ে ১ম জয় ডন বসকো মান্দাইয়ের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে ডন বসকো স্কুল মান্দাই। গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলায় তৃতীয় ম্যাচের মাথায় ডন বসকো স্কুল মান্দাই ৬-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে পিএম শ্রী এডি নগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল দলকে পরাজিত করেছে। এই জয় তাদের মনোবল চাঙ্গা করেছে ঠিকই, তবে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা অর্থাৎ মূল পর্বে খেলা এবারের মতো তাদের অধরাই থেকে যাচ্ছে। লীগ পর্যায়ে প্রথম দুটি ম্যাচে যথাক্রমে মধুবন ডুকলি প্লে সেন্টারের কাছে ন্যূনতম গোলে এবং টিআইএসএফ-এর কাছে ন্যূনতম গোলে হেরে তাদের মূল পর্বের দৌড় থেকে ছিটকে যেতে হয়েছে। পরবর্তী আরও একটি ম্যাচ রয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে জয়ী হলেও ডন বসকো স্কুল মান্দাই-এর পক্ষে মূল পর্বে খেলা সম্ভব হবে না। কেননা, গ্রুপ ডি থেকে ইতোমধ্যে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত হয়ে রয়েছে। অপরদিকে মধুবন ডুকলি প্লে সেন্টার এবং টিআইএসএফ এর পরবর্তী ম্যাচে যে দল জয়ী হবে তারাই মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা পাবে। উল্লেখ্য, আজ শনিবার আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল সাড়ে তিনটায় দিনের দ্বিতীয় খেলায় ডন বসকো স্কুল মান্দাই ছয় গোলের বিশাল ব্যবধানে এডি নগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল দলকে পরাজিত করেছে। খেলার প্রথমার্ধেই বিজয়ী দল পাঁচ গোলে এগিয়ে ছিল। বিজয়ী ডন বসকো স্কুল মান্দাই-এর পক্ষে হায়ুং দেববর্মার হ্যাটট্রিক বেশ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, জেমস দেববর্মা, সুবল দেববর্মা ও শালচাঁক দেববর্মা প্রত্যেকে একটি করে গোল করেছে। পক্ষান্তরে এডি নগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল দলের ছেলেরা পুরো ৬০ মিনিটের খেলায় একদিকে যেমন গোল পরিশোধ করে ব্যবধান কমানোর সুযোগ পায়নি, অপরদিকে গোল প্রতিরোধ করতেও সক্ষম হয়নি। উপরন্তু বিজয়ী ডন বসকো স্কুলের পক্ষে দুজন স্ট্রাইকার জেসিবেল দেববর্মা ও হায়ুং দেববর্মাকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন।

সুপার ডিভিশন ক্রিকেট : শেষ ম্যাচে আজ জয়ের লক্ষ্যে মরিয়া স্ফুলিঙ্গ ও সংহতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বের পর্দা নামছে আজ। রিটার্ন লিগের পঞ্চম তথা শেষ রাউন্ডের লড়াইয়ে আজ ৫ই এপ্রিল টিআইটি গ্রাউন্ডে নামছে স্পুলিংগ ক্লাব ও সংহতি ক্লাব। পরবর্তী টুর্নামেন্টের আগে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার লক্ষ্য স্ফুলিঙ্গের, অন্যদিকে হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারের শেষ সুযোগ সংহতির সামনে।জয়ের ধারা বজায় রাখতে মরিয়া স্ফুলিঙ্গ ক্লাব।এখন পর্যন্ত ৯টি ম্যাচ খেলে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে নিরাপদ অবস্থানে রয়েছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। আজকের ম্যাচে জয় পেলে তারা আরও আত্মবিশ্বাসের সাথে পরবর্তী ধাপে পা রাখতে পারবে। গত ৩রা এপ্রিল জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবকে ৬৬ রানে হারিয়ে বেশ চনমনে মেজাজে রয়েছে দলের ক্রিকেটাররা।প্রথম লিগের শেষ সাক্ষাতে এই সংহতি ক্লাবকেই ১২০ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছিল স্ফুলিঙ্গ। আজও সেই পারফরম্যান্সের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে দলের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার প্রভনুর, পল্লব দাস এবং সপ্তরজিৎ দাসের ব্যাটে-বলে জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় সমর্থকরা। বোলিংয়ের দায়িত্বে মূল ভরসা হিসেবে থাকছেন তুষার সাহা ও রাজদীপ দত্ত।জয় দিয়ে মরশুম শেষ করতে চায় সংহতিবিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে সংহতি ক্লাবের জন্য এবারের মরশুমটি ছিল একেবারেই হতাশাজনক। ৯টি ম্যাচের মধ্যে ৮টিতেই হারতে হয়েছে তাদের। একমাত্র হার্ভে ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হওয়ায় ২ পয়েন্ট পেয়েছিল তারা।যদিও গত ম্যাচে হার্ভে ক্লাবের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে মাত্র ২ উইকেটে হারতে হয়েছিল তাদের, যা দলের জন্য কিছুটা ইতিবাচক সংকেত। আজ শুভম সূত্রধর, করণ দে এবং রোহিত ভৌমিকদের কাছে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শক্তিশালী স্ফুলিঙ্গ শিবিরে ভাঙন ধরিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম জয়টি ছিনিয়ে নেওয়া।এক নজরে আজকের ম্যাচে স্ফুলিঙ্গের শক্তি: প্রভনুর, সচিন শর্মা, ধনঞ্জয় যাদব ও তুষার সাহা।সংহতির শক্তি: শুভম সূত্রধর, অনিরুদ্ধ দাস ও রাহুল হোসেন। আজকের এই ম্যাচটি যেমন স্ফুলিঙ্গের জন্য টেবিলের উপরের সারিতে টিকে থাকার লড়াই, ঠিক তেমনই সংহতির জন্য এটি আত্মসম্মান বাঁচানোর লড়াই। এখন দেখার, মাঠের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসে কোন পক্ষ।

প্রগতির ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। প্রগতি প্লে সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত এক উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি সমাপ্ত হয় শনিবার।এদিন ফাইনালে মুখোমুখি হয় প্রগতি প্লে সেন্টার এবং জিরানিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে জিরানিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সংগ্রহ করে ১৩৪ রান। জবাবে জয়ের জন্য ১৩৫ রানের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে প্রগতি প্লে সেন্টার ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৬৫ রানে অলআউট হয়ে যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই টুর্নামেন্টে জয়ের তকমা পেল জিরানিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন।ম্যাচ শেষে,ষ খেলোয়াড়দের সম্মাননা ও ট্রফি প্রদান করা হয়। ফাইনাল ম্যাচে দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কর্মকর্তারা। এধরনের টুর্নামেন্ট স্থানীয় ক্রিকেট প্রতিভাদের প্রেরণা জোগায় বলে মনে করেন উপস্থিত দর্শকরা।

নাইটদের জোড়া হারের জন্য একজনই দায়ী! ছন্দে ফেরার উপায়ও বাতলে দিলেন গাভাসকর

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে ঘরের মাঠে একেবারেই দাঁত ফোটাতে পারেনি কেকেআর। ইডেনে ৬৫ রানে হেরে গিয়েছে অজিঙ্ক রাহানের দল। টানা দুই ম্যাচে হারের পর ক্যামেরন গ্রিনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হতে হচ্ছে কেকেআর ম্যানেজমেন্টকে। ম্যাচ শেষে স্টার স্পোর্টসের 'আমুল ক্রিকেট লাইভ'-এ বিশ্লেষণে বসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর এবং পীযূষ চাওলা।

কেকেআরের দল গঠন ও ক্যামেরন গ্রিনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে গাভাসকর বলেন, "গ্রিন যদি বোলিং না করেন, তাহলে কেকেআরকে তাদের কম্বিনেশন নিয়ে নতুন করে ভাবতেই হবে। সেক্ষেত্রে অন্য একজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার আনার কথাও ভাবা উচিত। আমরা জানি, ও আইপিএলে শতরান করেছে। কিছুদিন আগেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে একটি লাল বলের ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছে। তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক ফর্ম আহামরি নয়। চার নম্বরে গ্রিন ঠিক আছে। কিন্তু পাঁচ ও ছয় নম্বর পজিশনটাই এখন বড় চিন্তার জায়গা।"

অন্যদিকে, হায়দরাবাদের অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডির বোলিংয়ের উন্নতিতে মুগ্ধ সানি। তাঁর কথায়, "ও এখন অনেক বেশি গতিতে বল করছে। অ্যাকশনেও আগের থেকে বেশি ছন্দ দেখা যাচ্ছে। ফিটনেস ও শারীরিক শক্তি বাড়ার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। বলেও বেশি বাউন্স পাচ্ছে। যা ভারতের জন্য খুবই ইতিবাচক খবর।"হায়দরাবাদের ইনিংস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপের কথা তুলে ধরেন পীযূষ চাওলা। "শুরুটা খুব ভালো করেছিল হায়দরাবাদ। এমন শুরু হলে সেখানেই ম্যাচ জয়ের ভিত গড়ে ওঠে। যদিও মাঝের ওভারে কয়েকটি উইকেট পড়ে যাওয়ায় গতি কমে গিয়েছিল। তবে হেনরিখ ক্লাসেন ও নীতীশ রেড্ডির জুটি ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ক্লাসেন সাধারণত যেমন খেলেন, তার থেকে অনেক বেশি ধৈর্য নিয়ে খেলছে। ওর ইনিংসই শেষ পর্যন্ত দলকে ২২০-র বেশি রানে পৌঁছে দেয়।"সব মিলিয়ে, এই জয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল হায়দরাবাদ। অন্যদিকে, আইপিএলে প্রথম দু'টি ম্যাচে হেরে কোণঠাসা নাইটরা। আশাহত করেছেন ক্যামেরন গ্রিন। অনেকেই মনে করছিলেন, আন্দ্রে রাসেলের বিকল্প হয়ে উঠতে পারেন ২৫ কোটির অজি অলরাউন্ডার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার পূর্বাভাস নেই। প্রথম দুই ম্যাচে বল করেননি, ব্যাট হাতেও করেছেন ১৮ ও ২ রান। এখন প্রশ্ন হল, কামব্যাকের রাস্তায় প্রাক্তনদের কথা কি শুনবে কেকেআর ম্যানেজমেন্ট।

আইপিএলের শুরুতেই বেহাল চেন্নাই! পঞ্জাবের বিরুদ্ধে মাত্র দুই বিদেশি নিয়ে কেন নেমেছিলেন সঞ্জুরা, জানা গেল নেপথ্য কারণ

প্রথম একাদশে চার বিদেশি ক্রিকেটার রাখতে সমস্যায় পড়ছে চেন্নাই সুপার কিংস। পরিস্থিতি এমন যে, শুক্রবার পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে মাত্র দুই বিদেশি নিয়ে খেলতে নেমেছিল তারা। এর অন্যতম কারণ, চোট। সেই কারণেই প্রথম একাদশ সাজাতে সমস্যায় পড়ছে তারা।

আইপিএলে প্রথম একাদশে কোনও দল চার জনের বেশি বিদেশি রাখতে পারে না। তার কম বিদেশ অবশ্য খেলানো যায়। এর আগে মাত্র দু'বার কোনও দল দুই বিদেশি নিয়ে খেলতে নেমেছে। ২০১১ সালের কলকাতা নাইট রাইডার্স ও ২০২২ সালে দিল্লি ক্যাপিটালস প্রথম একাদশে মাত্র দুই বিদেশি নিয়ে নেমেছিল।আইপিএলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম চালু হওয়ার পর থেকে বেশির ভাগ দল প্রথম একাদশে তিন বিদেশি নিয়ে নামে। দ্বিতীয় ইনিংসে আরও এক বিদেশিকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে খেলানো হয়। এ বার যেমন কেকেআর ফিন অ্যালেন বা ব্লেসিং মুজারাবানির মধ্যে এক জনকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে খেলাচ্ছে।

চেন্নাইয়ের ছবিটা আলাদা। ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ও স্পেনসার জনসন চোটে রয়েছেন। তাঁরা কবে ফিরবেন জানা যায়নি। প্রথম ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে চার বিদেশি খেলিয়েছিল চেন্নাই। ম্যাথু শর্ট, জেমি ওভারটন, নুর আহমেদ ও ম্যাট হেনরি খেলেছিলেন। কিন্তু শর্ট মাত্র ২ রান করেন। ওভারটন অবশ্য ভাল খেলেছিলেন। তাঁর ৪৩ রানে ভর করে ১২৭ রানে পৌঁছেছিল চেন্নাই। তার পরেও তাঁকে দ্বিতীয় ম্যাচে বাইরে রাখা হয়েছে।

পঞ্জাবের বিরুদ্ধে নুর ও হেনরি ছিলেন দুই বিদেশি। প্রথমে ব্যাট করছিল চেন্নাই। শর্ট ও ওভারটনকে রাখা হয়েছিল ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটারের তালিকায়। ব্যাটিং ভাল হওয়ায় শর্টকে প্রয়োজন পড়েনি। দলের ভারসাম্য ধরে রাখতে ওভারটনকেও খেলানো হয়নি।

চেন্নাইয়ের বোলিং আক্রমণে হেনরি, খলিল আহমেদ ও অংশুল কম্বোজ ছিলেন। শিবম দুবেও পেস বল করেন। ফলে তাঁদের মনে হয়েছে, ওভারটনের পেসের বদলে রাহুল চহরের স্পিন বেশি কার্যকরী হবে। তাই চহরকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে খেলানো হয়। চোটের কারণে দলের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে কম বিদেশি নিয়ে খেলতে হচ্ছে চেন্নাইকে। তাতে সুবিধা করতে পারছে না তারা।দল ছন্দে রয়েছে। পর পর দু'ম্যাচ জিতে আইপিএলের পয়েন্ট তালিকায় সকলের শীর্ষে পঞ্জাব কিংস। তার পরেও সমস্যায় পঞ্জাবের অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার। পর পর দু'ম্যাচে শাস্তি পেয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় ম্যাচে তো শ্রেয়স-সহ পঞ্জাবের ১২ ক্রিকেটারকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এ বার কি তবে নির্বাসিত হবেন শ্রেয়স?

প্রথম ম্যাচে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে মন্থর বোলিংয়ের জন্য শ্রেয়সকে ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধেও একই ছবি দেখা গিয়েছে। মন্থর বোলিংয়ের জন্য এ বার ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে শ্রেয়সকে।

আইপিএলের নিয়মের ২.২২ ধারা অনুযায়ী এই শাস্তি পেয়েছেন শ্রেয়স। তবে শুধু শ্রেয়স নন, দলের ১১ ক্রিকেটার ও ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার প্রিয়াংশ আর্যকেও শাস্তি দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেককে হয় ৬ লক্ষ টাকা, নয়তো ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ (যে ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ কম) জরিমানা করা হয়েছে।২০২৪ সাল পর্যন্ত তিনটি ম্যাচে মন্থর বোলিং করলে সেই দলের অধিনায়ককে এক ম্যাচ নির্বাসিত করা হত। কিন্তু ২০২৫ সাল থেকে নিয়ম বদলেছে। এখন নির্বাসিত না করে আর্থিক জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি মাঠে নামার ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধও জারি করা হয়। কিন্তু নির্বাসিত করা হয় না। ফলে এর পরেও মন্থর বোলিং করলে শ্রেয়স নির্বাসিত হবেন না।তবে অন্য একটি সমস্যায় পড়তে পারেন পঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক। আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিল এখন আইসিসির কোড অফ কনডাক্টের সঙ্গে নিজেদের জুড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, বার বার এই দোষ করলে ডি-মেরিট পয়েন্ট পেতে পারেন শ্রেয়স। ৩৬ মাস বা তিন বছর সেই ডি-মেরিট পয়েন্ট কার্যকর থাকবে। এই ডি-মেরিট পয়েন্টের উপর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নির্বাসনের যোগ রয়েছে। ফলে আইপিএলে নির্বাসিত না হলেও নির্বাসনের আশঙ্কা পুরোপুরি যাচ্ছে না শ্রেয়সের।মাঠে পঞ্জাবের খেলায় অবশ্য ছন্দের অভাব নেই। শুক্রবার এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২০৯ রান করে চেন্নাই। জবাবে আট বল বাকি থাকতে ৫ উইকেটে ম্যাচ জিতে যায় পঞ্জাব। ব্যাট হাতে ছন্দে শ্রেয়স। ২৯ বলে ৫০ রান করে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন তিনি।

বাম-কংগ্রেসের ভোট চাওয়ার ভিত্তি কী? প্রশ্ন মন্ত্রী রতনের

ধর্মনগর, ৪ এপ্রিল : ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী জহর চক্রবর্তীর সমর্থনে আয়োজিত দুটি নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, বিজেপি উন্নয়নের ভিত্তিতে ভোট চাইছে, কিন্তু সিপিআইএম ও কংগ্রেস কীসের ভিত্তিতে ভোট চাইছে? মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করবে।

এদিন তিনি সিপিআইএম ও কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, তারা রাজ্যের উন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপি শাসনে ত্রিপুরা উন্নয়নের এক নতুন ধারায় প্রবেশ করেছে।

মন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নের কাজ করে চলেছে। আমরা সামাজিক পেনশন বৃদ্ধি করেছি। আমি আগেও ধর্মনগরে এসেছি, কিন্তু তখন পাকা রাস্তা চোখে পড়েনি। ভাবুন, আমাদের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন কীভাবে এই অঞ্চলের উন্নয়ন করেছেন। বাকি কাজ সম্পূর্ণ করবেন আমাদের প্রার্থী জহর চক্রবর্তী ও বিজেপি।

নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ আরও বলেন, আগে রাজ্যে জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ১৯৯ কিলোমিটার, এখন তা বেড়ে ৯০৩ কিলোমিটার হয়েছে। ১৬ লক্ষেরও বেশি আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৫.৮৩ লক্ষেরও বেশি পরিবার মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় এসেছে। একটি পরিবারও বাদ পড়েনি। ভারত এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি, খুব শিগগিরই তৃতীয় স্থানে পৌঁছাবে।

রতন লাল নাথ আরও বলেন, এক সময় ভারতকে অন্য দেশ থেকে চাল আমদানি করতে হতো, এখন ভারত চাল রপ্তানি করছেএটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে।

তিনি বলেন,প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ ও রাজ্যে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। কৃষকদের কল্যাণেও জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে একের পর এক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্র যেভাবে দেশ চালাচ্ছে, আমরাও সেভাবেই রাজ্য পরিচালনা করছি।"

দলীয় শক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, কংগ্রেস ১৪১ বছর পুরনো দল, সদস্য সংখ্যা ২.৫ কোটি। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ১০৫ বছর পুরনো, সদস্য সংখ্যা ৯.৮ কোটি। আর বিজেপি মাত্র ৪৬ বছরে ১৪ কোটিরও বেশি সদস্য নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন বিশ্ববন্ধু সেনের আকস্মিক মৃত্যুর কারণে এই উপনির্বাচন হচ্ছে। তিনি ধর্মনগরের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সিপিআইএম ৩৫ বছর এবং কংগ্রেস ১০ বছর রাজ্যে শাসন করেছে, কিন্তু গত ৭.৫ বছরে বিজেপি যে উন্নয়ন করেছে, তা অতুলনীয়। অন্য দলগুলো কীসের ভিত্তিতে ভোট চাইছে? তারা কখনো উন্নয়নের জন্য কাজ করেনি। বিজেপি উন্নয়নের জন্যই ভোট চাইছে।

শেষে তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, ধর্মনগরে বিজেপি শাসনে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। সিপিআইএম ও কংগ্রেস উন্নয়নে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ির ধাক্কা, গুরুতর আহত চালক

আগরতলা, ৪ এপ্রিল: ড্রপ গেইট এলাকায় এক দ্রুতগামী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারায় গুরুতরভাবে আহত হলেন গাড়ির চালক। ঘটনাটি ঘটে আগরতলা থেকে দক্ষিণমুখী জাতীয় সড়কে।

জানা গেছে, টিআর১এইচ২২৯৭ নম্বরের গাড়িটি অতিরিক্ত গতিতে চলার সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার ফলে গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং চালক গুরুতর জখম হন। তবে অল্পের জন্য বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়িয়ে যান পথচলতি অন্যান্য যানবাহনের যাত্রীরা।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত চালককে উদ্ধার করেন এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাঁপানিয়া হাসপাতালে ভর্তি করেন।

প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, চালকের অসাবধানতা এবং অতিরিক্ত গতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দক্ষিণমুখী যানবাহনগুলি জাতীয় সড়কে প্রায়ই অতিরিক্ত গতিতে চলাচল করে, যার ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে।

এদিকে, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট তৎপরতা নেই বলেও অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের মতে, গতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা অনেকটাই রোধ করা সম্ভব।

অটোতে যাত্রী সেজে টাকা হাতানোর চেষ্টা, ধৃত দুই মহিলা

আগরতলা, ৪ এপ্রিল: যাত্রী সেজে অটোতে উঠে এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে দুই মহিলাকে আটক করা হয়েছে। ঘটনায় ৩৫ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী নীরদবরণ দাস ব্যাংক থেকে ৩৫ হাজার টাকা তুলে রাধানগর এলাকায় একটি অটোতে ওঠেন। অভিযোগ, সেই সময় যাত্রী সেজে থাকা দুই মহিলা কৌশলে তাঁর ব্যাগ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়। ঘটনাটি বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ তৎপরতা শুরু হয়। পরবর্তীতে অটোতে থাকা ওই দুই মহিলার কাছ থেকেই সম্পূর্ণ টাকা উদ্ধার করা হয় বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত দুই মহিলা বিহারের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই ঘটনায় আগরতলা শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। যাত্রীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ এবং এই ধরনের প্রতারণা রুখতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

চয়ন ভট্টাচার্যের সমর্থনে শীর্ষ নেতৃত্বের প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ এপ্রিল: আসন্ন ৯ এপ্রিল ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে চরমে উঠেছে রাজনৈতিক তৎপরতা। সেই প্রেক্ষিতে শনিবার ধর্মনগরের কালী দিঘির পাড় সংলগ্ন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনে কংগ্রেস প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্যের সমর্থনে এক বিশাল নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করা হয়।

জনসভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহা, ত্রিপুরা কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত প্রভারি ও সাংসদ সপ্তগিরি শংকর উলকা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওড়িশার প্রাক্তন মন্ত্রী নিরঞ্জন পাটনায়কসহ রাজ্য ও জেলা স্তরের একাধিক শীর্ষ নেতা।

সভায় বক্তারা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে সাধারণ মানুষের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। প্রধান বক্তা সাংসদ সপ্তগিরি শংকর উলকা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতির কড়া সমালোচনা করে অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকার বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি ।

মানুষকে ভুলপথে চালিত করা মথার পেছনে না গিয়ে বিজেপিতে আসার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ৪ এপ্রিল: যারা মানুষের কাছে ভুল বার্তা দেয়, মানুষকে বিভ্রান্ত করে - এসব পার্টির পেছনে যাবেন না। তাই যারা তিপ্রা মথা ও অন্যান্য পার্টি করেন ভুলপথে না গিয়ে সময় থাকতে ভারতীয় জনতা পার্টিতে চলে আসুন। আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় নতুন ত্রিপুরা তৈরি করতে হবে।

এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আজ ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন ৮ গঙ্গানগর - গন্ডাছড়া কেন্দ্রের প্রার্থী ভূমিকানন্দ রিয়াং এবং ২৪ রাইমাভ্যালি কেন্দ্রের প্রার্থী সমীর রঞ্জন ত্রিপুরার সমর্থনে আয়োজিত সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

জন সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস বেড়েছে। আমি যেখানে যাই সেখানে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে সামিল হচ্ছেন। আজকের সমাবেশেও ২৫১ পরিবারের ৭১০ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। আমি তাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। একেবারে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনারা। আমি আবার বলবো যারা মথা বা অন্যান্য পার্টি করেন, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে বলবো যে আপনারা ভুলপথে যাবেন না। আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার ২০৪৭ এর লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে। এই ডাবল ইঞ্জিনের চালক খোদ যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও আমাদের সরকার। এই ট্রেন এত গতিতে চলছে - এখনো ট্রেনের দরজা খোলা আছে। তাই তাড়াতাড়ি চলে আসুন। নতুবা বিদায় নিতে হবে। কারণ আমরা ২০৪৭ এর লক্ষ্যে পৌঁছে যাবো। যারা ভুল বার্তা দেয়, মানুষকে বিভ্রান্ত করে - এসব পার্টির পেছনে যাবেন না। সময় থাকতে ভারতীয় জনতা পার্টিতে চলে আসুন।

সভায় নিজের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী এবার অপারেশন সিঁদুরের সময় বলেছেন নিউ ইন্ডিয়া অর্থাৎ নতুন ভারত এর কথা। সেই লক্ষ্যে আমরাও বলছি নিউ ত্রিপুরা অর্থাৎ নতুন ত্রিপুরা। আমরা সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন ত্রিপুরা তৈরি করতে চাই। নতুন ত্রিপুরা করতে হলে সবার উন্নয়ন হতে হবে। জাতি জনজাতি মণিপুরী সংখ্যালঘু সহ সকল অংশের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন হলেই নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এভাবেই নতুন ভারত তৈরি করা সম্ভব। আর ভারতীয় জনতা পার্টি মানে উন্নয়ন। কিন্তু অন্যান্য পার্টি মানে মারো, পিঠো, দাঙ্গা লাগাও এসব কর্মকাণ্ড করা।

মুখ্যমন্ত্রী সমাবেশে আরও বলেন, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজনীতির পরিভাষা পাল্টে দিয়েছেন। মানুষ শান্তি চায়, মানুষ অশান্তি চায় না। তাই সময় থাকতে অশান্তি সৃষ্টিকারী পার্টি থেকে দূরে সরে আসুন। উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা সমস্ত কিছু সবার কাছে পৌঁছে দিতে চাই। মন কি বাত কার্যক্রমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। যা পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্র নেতা করেন না। আমরা এমন একজন সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি। যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে এখন দেশ বিকাশের দিশায় এগিয়ে চলছে এবং উন্নত রাষ্ট্র হতে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা এদিন ফের একবার বিরোধীদের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। বলেন, ইউপিএ সরকারের সময়ে শুধু দুর্নীতি আর দুর্নীতি। সেসময় রাজনীতি মানে চেয়ারে বসা আর লুটপাট করা। এখানেও কমিউনিস্টদের সময়ে আমরা দেখেছি ভ্রস্টাচারের সরকার।

দীর্ঘ ৩৫ বছর তারা রাজ্যে দুঃশাসন চালিয়েছে। আমাদের জনজাতি ভাই বোনেরা খুবই সহজ সরল মনের হয়ে থাকেন। অথচ তাদের উন্নয়নের কথা ভাবে নি তারা। আর এখন যারা এডিসির শাসন ক্ষমতায় রয়েছে তারাও ভ্রষ্টাচার কায়েম করে রেখেছে। তাই আমরা চাই এডিসিতে এবার অধিক সংখ্যায় আসন নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠন হোক। আমরা এবার প্রথমবারের মতো এডিসিতে ২৮টি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী দিয়েছি। এই রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রথমে দেশের কথা ও রাজ্যের কথা চিন্তা করে। তারপর পার্টির কথা চিন্তা করে। কিন্তু অন্যান্য পার্টিগুলি ঠিক উল্টো চিন্তাভাবনা করে। তাদের চিন্তা প্রথমে নিজের জন্য, তারপর বাকিসব।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিজেপির জনজাতি মোর্চার সভাপতি পরিমল দেববর্মা, মার্কফেডের চেয়ারম্যান অভিজিত দেব, বিএসি চেয়ারম্যান বিকাশ চাকমা, ধলাই জেলা সভাপতি পতিরাম ত্রিপুরা, মন্ডল সভাপতি ধন্য মানিক্য ত্রিপুরা সহ দুই কেন্দ্রের প্রার্থী ও অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন সমাবেশে বিজেপিতে যোগদান করা ভোটারদের বরণ করে নেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পুকুর থেকে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

আগরতলা, ৪ এপ্রিল: পুকুর থেকে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে দাবি পুলিশের। ওই ঘটনায় উত্তর জেলার কদমতলা থানার অন্তর্গত দক্ষিণ কদমতলা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কয়েকজন বাসিন্দা রাস্তার পাশের একটি পুকুরে একটি দেহ ভাসতে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়।খবর পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে দক্ষিণ কদমতলা এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জমির উদ্দিনের (৪০) মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। দেহে আঘাতের চিহ্ন থাকায় ঘটনাটি ঘিরে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে।

এদিকে, প্রাথমিক সন্দেহের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই দুই ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে।ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় কড়া নিরাপত্তা, ব্যাপক ফ্ল্যাগ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ এপ্রিল :আসন্ন টিটিএএডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাজুড়ে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রশাসনের উদ্যোগে ২৭-পূর্ব মুহুরীপুর-ভুরাতলি কেন্দ্রের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় ব্যাপক এলাকা আধিপত্য অভিযান ও ফ্ল্যাগ মার্চ পরিচালিত হয়।

শনিবার এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক মোহম্মদ সাজাদ পি এবং জেলা পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিলোনিয়ার এসডিপিও বিশাল কুমার, শান্তিরবাজার থানার ওসি, ঋষ্যমুখ আউটপোস্টের ওসি সহ জেলা পুলিশ ও ৯ম বাহিনীর টিএসআর জওয়ানরা। হরিপুর, গালাচিপা, রানীরবাজার, বরজ কলোনি এবং মধ্য কৃষ্ণনগব।

বেহাল রাস্তা ও পানীয় জলের সংকটে ক্ষোভ, বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেনের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ

আগরতলা, ৪ এপ্রিল: সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত ময়নামা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তা ও তীব্র পানীয় জলের সংকটকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে একাধিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও ভোট মিটতেই এলাকায় আর দেখা মিলছে না বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেনের।

এলাকাবাসীর দাবি, ২ নং ওয়ার্ডের প্রধান সড়কটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা কাদা ও জমা জলে ভরে যায়, ফলে যাতায়াত কার্যত অচল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে অসুস্থ রোগী বা গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

পাশাপাশি গত প্রায় দুই মাস ধরে পানীয় জলের তীব্র সংকটে ভুগছেন গ্রামবাসীরা। 'হর ঘর জল' প্রকল্প কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বাধ্য হয়ে অনেকেই দূরবর্তী স্থান থেকে পুকুরের জল সংগ্রহ করছেন।

এছাড়াও এলাকায় থাকা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও জেবি স্কুলের পরিকাঠামোর অবস্থাও বেহাল বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন এলাকায় এসে দ্রুত রাস্তা সংস্কার ও ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের পর সেই প্রতিশ্রুতির কোনও বাস্তবায়ন হয়নি।

এলাকাবাসীরা জানান, পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে একাধিকবার বিষয়টি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। ফলে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে।

দ্রুত সমস্যার সমাধান এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উন্নয়নের দাবি জানিয়েছেন ময়নামা ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।

রাজ্যে পেট্রোল, ডিজেল, এল.পি.জি. সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে: খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব

আগরতলা, ৪ এপ্রিল: রাজ্যে পেট্রোল, ডিজেল, এল.পি.জি. সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। প্রতিদিন মজুত (স্টক) ও সরবরাহের বিষয়ে খাদ্য দপ্তর পর্যালোচনা করছে। আজ খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন সাংবাদিকদের এই সংবাদ জানান।

তিনি জানান, বর্তমানে বোধজংনগর এল.পি.জি. প্ল্যান্ট থেকে পাঁচটি জেলায় এবং শিলচর প্ল্যান্ট থেকে অবশিষ্ট তিনটি জেলায় এল.পি.জি. সরবরাহ চলছে। ধর্মনগরস্থিত আই.ও.সি.এল.-এর ডিপো সহ সমস্ত পেট্রোল পাম্পগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেলের মজুত রয়েছে। তাই এল.পি.জি. সিলিন্ডারের সংকট হতে পারে এই ভাবনা থেকে আতঙ্কিত না হয়ে গুজবে কান না দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভোক্তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, বর্তমানে ১৯ কেজি ওজনের কমার্শিয়াল এল.পি.জি. গ্যাসের মূল্য রয়েছে ২,৫৮৭ টাকা। ১৪.২ কেজি ওজনের ডোমেস্টিক গ্যাসের মূল্য রয়েছে ১,০৭৩ টাকা ৫০ পয়সা।

তিনি বলেন, সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী ডিস্ট্রিবিউটরগণ রিকয়ারমেন্ট জমা দিলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ্য সরবরাহ করা হয়। তিনি বলেন, পেট্রোল, ডিজেল, এল.পি.জি. সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিষয়ে মহকুমা পর্যায়ে নজর রাখা হচ্ছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য যাতে স্বাভাবিক থাকে সে বিষয়ে খাদ্য দপ্তর সচেষ্ট রয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে পি.এন.জি, সংযোগ প্রায় ৭০ হাজার রয়েছে। আরও বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।

তিনি বলেন, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড ডিজিটাল অথেন্টিকেশন অন ডেলিভারি (এল.পি.জি.)-র ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে ৮০ থেকে ৯৫ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে ৯০ শতাংশ আবশ্যকভাবে বাস্তবায়ন করেছে। তিনি জনগণকে কালোবাজারি ও অসাধু ব্যবসার প্রতিরোধে দপ্তরকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কালোবাজারি ও অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দপ্তর অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ উপস্থিত ছিলেন।

বুরাতলী—মুহুরিপুরে হামলার অভিযোগ, সাব্রুম থানায় বিজেপির মামলা

আগরতলা, ৪ এপ্রিল: ২৭ নং বুরাতলী—মুহুরিপুর কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির পক্ষ থেকে সাব্রুম থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, প্রচার কর্মসূচির সময় তিপ্রা মথার কর্মীরা তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং দলীয় প্রচার গাড়িতে ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনায় দলের একাধিক কর্মী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বলেও দাবি করা হয়েছে।

ঘটনার পর দলীয় নেতৃত্ব সাব্রুম থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুরাতলী---মুহুরিপুর ও সংলগ্ন এলাকায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ধরনের ঘটনায় উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মাছ ধরতে গিয়ে নৃশংস খুন মাঝবয়সী ব্যক্তি, থমথমে কদমতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ এপ্রিল: উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা যেন এক রাতেই আতঙ্কের নগরীতে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে এক মধ্যবয়সী ব্যক্তিকে ঘিরে ঘটে যাওয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ডে রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা এলাকা। মাছ ধরতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না জমির উদ্দিনের (৪৬)। শনিবার সকালে পুকুরের জলে তার বিকৃত দেহ উদ্ধার হতেই রক্ত হিম করা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ তিনি মাছ ধরার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। সেই সময় তিনি একই এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক মহিলার বাড়িতে যান। এরপরই শুরু হয় রহস্যঘেরা নিখোঁজের ঘটনা।পরিবারের বিস্ফোরক অভিযোগ, রাত সাড়ে ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পরই পরিকল্পিতভাবে তার উপর চালানো হয় বর্বরোচিত হামলা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে এবং মুখমণ্ডল থেঁতলে নির্মমভাবে খুন করা হয় তাকে। শুধু খুনই নয়অপরাধের প্রমাণ লোপাট করতে দেহটি পাশের পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

শনিবার ভোর হতেই রক্তাক্ত এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষুব্ধ জনতার ঢল নামে এলাকায়। রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা রক্তের দাগ আতঙ্ককে আরও ঘনীভূত করে তোলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় কদমতলা থানার পুলিশ। নেতৃত্বে ছিলেন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গুরুপদ দেবনাথ। পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার করা হলে প্রথমে তা শনাক্ত করাই কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ মুখে ছিল চরম বিকৃতির ছাপ। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার। পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে দেহ শনাক্ত করা হয়। এরপর ডগ স্কোয়াড নামিয়ে তল্লাশি চালানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট সূত্র হাতে আসেনি।

মন্ত্রী সান্তনা চাকমার খাস তালুকে রাস্তার বেহাল দশা, ক্ষোভ তুঙ্গে

আগরতলা, ৪ এপ্রিল: মাছমারা মেইন রোড থেকে দেওয়ান বাড়ি পর্যন্ত গ্রামের একমাত্র সংযোগ সড়কের বেহাল অবস্থায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী। দীর্ঘদিন ধরে মেরামতের অভাব ও প্রশাসনের উদাসীনতায় রাস্তাটি এখন কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সড়কজুড়ে বড় বড় গর্ত, উঠে যাওয়া ইটের আস্তরণ এবং ভাঙাচোরা অবস্থা প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়াচ্ছে। প্রতিদিন এই পথ দিয়েই স্কুলপড়ুয়া, রোগী ও সাধারণ মানুষকে যাতায়াত করতে হয়, ফলে দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। বিশেষ করে জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এই এলাকা মন্ত্রী সান্তনা চাকমার খাস তালুক হওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা জানান, একাধিকবার প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো হলেও কোনো সাড়া মেলেনি। এদিকে, আসন্ন ১২ই এপ্রিলের নির্বাচনকে সামনে রেখে এই রাস্তার সমস্যাই এখন প্রধান ইস্যু হয়ে উঠেছে। এলাকাবাসীর সাফ বার্তা রাস্তা ঠিক না হলে, ভোট নয়। এক অটো চালক বলেন, প্রতিদিন এই রাস্তায় গাড়ি চালানো খুবই কষ্টকর। গর্তে পড়ে গাড়ির ক্ষতি হচ্ছে, যাত্রীদেরও ঝুঁকি থাকে। দ্রুত রাস্তা মেরামত করা দরকার। রোগী নিয়ে হাসপাতালে যেতে খুব সমস্যা হয়। বর্ষাকালে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas